হৃষিকেশ সাহা স্মৃতি
মেধা উৎসব ২০১৯
রবীন্দ্র ভবন, হল ২
৩রা অগাস্ট, সন্ধ্যে ৬টা থেকে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যাচ্ছে আগরতলা শোরুমে

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 July 2019 ■ আগরতলা, ২৮ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাঙ্গ হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, ৯৯৪টি আসনে ২৪৩৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য বাক্স বন্দি

সম্ভাব্য ভোটের হার

৭৬.৬৩%

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় সাঙ্গ হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদের নির্বাচনে সম্ভাব্য গড় ৭৬.৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেঞ্জিৎ ভট্টাচার্য্য।

তিনি জানান, সারা রাজ্যের সমস্ত বুথের এখনো পুরো তথ্য আসেনি। বিডিও-রা এখন ভোটের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাননি। ফলে, চূড়ান্ত ভোটের হার বলা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, আগামীকাল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে চূড়ান্ত হার জানানো হবে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আজ ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ৯৯৪টি আসনে নির্বাচনে ২৪৩৮ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬১১১টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪১৯টি এবং জিলা পরিষদে ১১৬টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮২টি এবং জিলা পরিষদের ৭৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি ৮৫.৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জি কে রাও জানিয়েছেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে ১৮৪৮টি বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সে-ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩টি আসনে সিপিএমের ৩৯৩ জন, কংগ্রেসের ৬১২ জন, আইপিএফটির ৩৭ জন, সিপিআই-র ৪ জন, নির্দল ৯১ জন এবং অন্যান্য ৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৮৩৩ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২০০৯ জন। সাথে তিনি বলেন, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৮২টি আসনে সিপিএমের ৫৬ জন, কংগ্রেসের ৬০ জন, আইপিএফটির ২ জন, সিপিআই-র ১ জন, নির্দল ১০ জন এবং অন্যান্য ১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৮২ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২১২ জন। এছাড়া, জিলা পরিষদে ৭৯টি আসনে সিপিএমের ৬৭ জন, কংগ্রেসের ৬৩ জন, আইপিএফটির ২ জন, ফরোয়ার্ড ব্লকের ৪ জন এবং নির্দল ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। ফলে, বিজেপি-র ৭৯ জন প্রার্থী মিলিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রার্থী ২১৭ জন। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট প্রার্থী ২৪৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, বলেন তিনি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিবের কথায়, সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিকেল চারটা পর্যন্ত সূচী অনুযায়ী চলবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। তবে, অনেক বুথেই নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ভোটারদের লাইন ছিল। কিন্তু, তাঁদের সকলের ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। ভোট গ্রহণে অতিরিক্ত লেগেছে, তাই ভোটের চূড়ান্ত হার জানাতে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, অনেক ব্লকের বিডিও এখনো রিপোর্ট তৈরি করেনি। ফলে তাঁরা না পাঠালে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। তাই, আগামীকাল ভোটের চূড়ান্ত হার জানানো হবে, বলেন তিনি। এদিন তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত কোথাও কোন গন্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

এদিকে, ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় জানিয়েছেন, আজ সকাল থেকেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের প্রচন্ড ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে, বেলা যত গড়িয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিংসায় উন্মত্ত শাসক দল ঃ বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছে বামফ্রন্ট। শনিবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটগ্রহণপর্ব শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যায় সিপিআই(এম)'র রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন ধর ও সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদ গৌতম দাস এই অভিযোগ করেন। তাঁদের দাবি, শাসক দল এবং নির্বাচন কমিশন এজন্য দায়বদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিন বিজনবাবু বলেন, ৮৬ শতাংশ আসেন হিংসা, বর্বরতা, আক্রমণ ও হুমকি প্রদর্শন করে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। মাত্র ১৪ শতাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বিরোধী দল। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই সিপিআই(এম) নির্বাচনে অংশ নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন সরকারের আমলে এখনও পর্যন্ত যে সব নির্বাচন হয়েছে একটি ক্ষেত্রেও বৈধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। কারণ, অধিকাংশ জায়গায় নির্বাচনী প্রচার করতে পারেনি বিরোধীরা।

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে ১৪ শতাংশ আসনে শনিবার ভোট হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ভোটের লাইনে ভোটারদের দেখা যায়নি। ভোটে উৎসবের মেজাজ ছিল না। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দল সিপিএমের পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি। বাগমায় সিপিআইএম সমর্থক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিংসা হলেও অতীতের তুলনায় কম ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। হিংসা হলেও অতীতের তুলনায় কম ছিল। এই ভাবেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র আইনজীবী হরেকৃষ্ণ ভৌমিক এই অভিযোগ এনেছেন।

সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর থেকেই ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসক দলের কর্মীরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, রাজ্যে নির্বাচনের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। এ রাজ্যের মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই চিত্র পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর কটাক্ষ, ৮৬ শতাংশ আসনে বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগই দেয়নি শাসক দল। মাত্র ১৪ শতাংশ আসনে বিরোধীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছে। তাঁর দাবি, এক্ষেত্রেও বিরোধী দলের ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী দলের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট কেন্দ্রে না যাবার জন্য হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে গণতন্ত্র প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, নির্বাচনে জনগণের সঠিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি।

তাঁর দাবি, রাজ্যে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-আইপিএফটি সংঘর্ষে আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। হামলা পাল্টা হামলা হামলার জেরে খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের পশ্চিম দ্বারিকাপুর গাঁওসভায় খাস কল্যাণপুর এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সকালের দিকে ভোট দান পর্ব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে শুরু করলেও বেলা ১০ টা থেকে আইপিএফটি কর্মীদের আক্রমণের শিকার হন বিজেপি কর্মীরা।

বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ নতুন আবাদি গ্রাম থেকে আসা ভোটারদের ভোট না দেওয়ার জন্য হুলিয়া জারি করেছে আইপিএফটি। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের খবর পেয়ে বিজেপির কর্মীরাও এলাকায় ছুটে যান। এনিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বাক্‌বিতন্ডাহয়। এমনকি হামলা পাল্টা হামলার ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে। তাতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের কল্যাণপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই জেলার জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কল্যাণপুর থানার ওসি সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী পশ্চিম দ্বারিকা পুরের খাস কল্যাণপুর গ্রামে ছুটে যায়। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকতে টিএসআর এবং বিএসএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

ফের যেকোন সময়ে হিংসার দাবানল জ্বলে উঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শাসক দলের দুই শরীকের মধ্যে গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তা নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষও আতঙ্কগ্রস্থ।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে খয়েরপুরে একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে। ছবি- নিজস্ব।

মিনি ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে অটো, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ভয়ঙ্কর পথ দূর্ঘটনায় তিন যাত্রী সহ অটো চালক অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন। আজ সকাল ১০টা নাগাদ আগরতলা-এয়ারপোর্ট রোডে লিচু বাগান এলাকায় মিনি ট্রাকের ধাক্কায় যাত্রীবাহী অটো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। এছাড়া এক সাইকেল আরোহীও সামান্য আঘাত পেয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি।

আজ সকালে আগরতলা থেকে ঊষাবাজার যাওয়ার পথে টিআর-০১-ই-২৩১২ নম্বরের অটোকে বিপরীত দিক থেকে টিআর-০১-এবি-১৭৬০ নম্বরে মিনি ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারে। তাতে অটোটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাতে অটোর এক যাত্রী ছিটকে পড়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ঘটনার সময় উপস্থিত জনৈক পথচারির কথায়, অটো চালকের কোন ভুল ছিল না। নিয়ন্ত্রিত গতিতে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাচ্ছিল অটোটি। হঠাৎ লিচুবাগান এলাকায় মিনি ট্রাকটি সজোরে অটোতে ধাক্কা মারে। তাতে, অটো চালক সহ চারজন আহত হয়েছেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় একজন সাইকেল আরোহী অটো ও ট্রাকের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

এ-বিষয়ে এনসিসি থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মিনি ট্রাকের বেপরোয়া গতির কারণেই দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রাক চালক ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে। তিনি জানান, ওই ঘটনায় অটো চালক মহাদেব দেবনাথ, অটো যাত্রী সুব্রত গুহ ও মোহিত বর্ধন আহত হয়েছেন। আরও একজন আহত হয়েছেন, তবে তাকে এখনো শনাক্ত করা যায়নি। তিনি বলেন, আহতদের উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, ট্রাক ও অটো আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

এই দূর্ঘটনা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, রাস্তার পিচের কারণে দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। কারণ, মিনি ট্রাকের টায়ার রিটায়ারিং করা ছিল। ফলে, রাস্তায় নিয়ন্ত্রণহীন গতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘর্ষ ঃ হাইকোর্টের নির্দেশ স্পষ্ট নয়, বললেন আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। সিদ্ধি আশ্রমে সংঘর্ষের ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশকে ঘিরে মামলা পরিচালনা নিয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের সাথে আলোচনা করেছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তবে, আলোচনা ফলপ্রসু হয়েছে বলে দাবি করতে পারেননি তিনি।

শনিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, আমতলি থানায় ৭১ নম্বর মামলায় অভিযুক্তরা অগ্রিম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন হাইকোর্টে। সেই মোতাবেক ওই থানায় লিপিবদ্ধ তিনটি মামলায় হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে এবং আদালত শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তদন্তকারী অফিসারদের নির্দেস দিয়েছে। তিনি জানান, ৭১নং মামলায় অভিযুক্তরা অগ্রিম জামিন চেয়েছেন কিন্তু হাইকোর্ট ৬৮ ও ৬৯ নং মামলায় কেইস ডাইয়েরি কেন তলব করেছে তা বোঝা যায়নি।

শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের এই মামলাগুলি সংক্রান্ত নির্দেশকে ঘিরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কি নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের মতামত জানতে চেয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী সোমবার ওই মামলার পুনরায় শুনানি হবে হাইকোর্টে। সরকারপক্ষ হাইকোর্টে বক্তব্য রাখবে। তিনি বলেন, হাইকোর্ট যে কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার পারে নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু, কি কারণে হাইকোর্ট এমনটা নির্দেশ দিতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে।

তাঁর মতে, হাইকোর্টের ওই নির্দেশ স্পষ্ট নয়। সাথে তিনি যোগ করেন, হাইকোর্ট অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন বাতিল করবে নাকি খারিজ করবে তাও স্পষ্ট নয়। ফলে, বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের সাথে মত বিনিময় জরুরি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, তাদের সাথে আলোচনাও ফলপ্রসু হয়নি।

প্রসঙ্গত, সিদ্ধি আশ্রমে গোষ্ঠী দন্ধে সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা-পাল্টা মামলা হয়েছে। ওই ঘটনায় তিনটি মামলা ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে। শুক্রবার হাইকোর্ট ওই মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন নয়া রাজ্যপাল, জানানো হল উষ্ণ অভ্যর্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজ্যে এসেছেন নয়া রাজ্যপাল রমেশ বাইস। সপরিবারে আজ সকালে তিনি আগরতলায় এসে পৌছেছেন। রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। শেষে তিনি বিদায়ী রাজ্যপাল অধ্যপক কাপ্তান সিং সোলাঙ্কির সাথেও সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হয়েছেন।

আজ রাজভবনে নয়া রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁকে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শহীদ স্মৃতিতে আগরতলায় ম্যারাথন দৌড়, শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কার্গিল যুদ্ধে শহীদ বীর জওয়ানদের স্মৃতিতে আজ সকালে আগরতলায় বিএসএফ-র ত্রিপুরা ফ্রন্ট্রিয়ারের উদ্যোগে এক ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহীদদের স্মৃতিতে দৌড় শীর্ষক ৫ কিলোমিটার এই ম্যারাথনের পতাকা নেড়ে সূচনা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি কার্গিল যুদ্ধে দেশের যে সকল বীর জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই ম্যারাথন দৌড়ে বিএসএফ, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আসাম রাইফেলস, টিএসআর জওয়ান ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছেন। ৫ কিলোমিটার এই ম্যারাথন দৌড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয়ে লিচুবাগানে এসে সমাপ্ত হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় দুইমাস যাবৎ পাকিস্তানের সাথে এই যুদ্ধ চলেছে। ভারতের সুস্থিতি অখন্ডতা বিনষ্ট করতে পাকিস্তান সব সময়ই সচেষ্ট। সেবারও তারা তৃতীয়বারের মতো প্রচুর সেনা কার্গিল সীমান্তে মোতায়েন করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বিচক্ষণতার সাথে দুই দেশের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ইতিবাচন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু, পাকিস্তান সপম্পর্ক গড়ে উঠুক তা চায়নি। তিনি গর্বের সাথে বলেন, কার্গিল যুদ্ধে ভারতের বীর সেনা জওয়ানদের কাছে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়েছে। তিনি শহীদ পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আজকের এই দৌড় তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ও তাঁদেরকে স্মরণ করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তান সব সময়ই সীমান্ত পাড়ে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এবং হামলা সংগঠিত করছে। তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সমুচিত জবাব দিয়েছে। তাঁর দাবি, আজ আমরা সম্পূর্ণভাবেই সুরক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাস ও সীমান্ত পাড়ের হামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৮৩ ▫ ২৮ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ১১ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আইন না মানার প্রবণতা

রাজধানী শহরে যাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত আছে ব্যাটারী চালিত রিকসা, টমটম ও অটো রিকসা। কোনও কোনও রোডে বাসও চালু আছে। এই যান বাহনের ভীড়ে শহর আগরতলার প্রাণ যাইবার অবস্থা। সোজা কথায়, রাজধানী শহর আগরতলায় চলিতেছে কার্য্যত দিশাহীন কাজকর্ম। শহরে অবাধে টমটম, ব্যাটারি চালিত রিকসা দাপাইয়া বেড়াইতেছে। কিছু দিন পর পরই রাজ্য সরকার হুঙ্কার ছাড়েন। ব্যাটারী চালিত রিকসার লাইসেন্সে ইত্যাদির জন্য সময় সীমা ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। টমটমের লাইসেন্সের জন্যও চাপ চলিতেছে। ব্যাটারী চালিত রিকসা ও টমটম এত ব্যাপক সংখ্যক রাস্তায় চালু আছে তাহাদের আইনী পথে বা নথিভুক্ত করিতে রাজ্য সরকারের চোখের জলে নাকের জলে এক হইবে। কারণ ইতিমধ্যেই টমটম চালকরা হুশিয়ারী দিয়াছেন সরকার কঠোর হইলে তাহারা ধর্মঘটের পথে যাইবেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী পয়লা আগষ্ট হইতে অনুমোদনহীন ই-রিকসা পথে নামিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারী দিয়াছে রাজ্য সরকার। ইহারই প্রতিবাদে ই রিকসার চালক ও মালিকরা বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর না করিতে দাবী জানাইয়াছেন।

শুধু রাজধানী শহর আগরতলাই নহে টমটমের প্রসার প্রতিপত্তি সারা রাজ্যেই প্রায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, টমটমের কল্যাণে যাত্রীদের সুবিধাই হইয়াছে। অটো চালকদের একচেটিয়া আধিপত্যে হাত পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া টমটম পরিবেশ বান্ধব। টমটম গণহারে যদি শহরের রাস্তায় নামে তাহা হইলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াইবে? যাত্রী সংখ্যা তো বাড়িতেছে না। সেক্ষেত্রে টমটমের সংখ্যা বাড়িতেছে। টমটম চালনার ক্ষেত্রে সরকারের কাছে নাম নথিভুক্ত না থাকিলে তাহাদের উপর নিয়ন্ত্রণও থাকিবে করিয়া? সারা রাজ্যেই টমটম চলিতেছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। এইসব যানবাহন যদি খেয়াল খুশী মতো চলিতে থাকে, কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহা হইলে পরিবহণ ব্যবস্থায় তো কোনও শৃংখলাই থাকিবে না। এমনিতেই রাজ্যে পরিবহণ সমস্যা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবস্থা আর কয়টা রাজ্যে আছে এই প্রশ্ন উঠিতেছে। এরাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা চলিতেছে নানাহ গলদকে সঙ্গে নিয়া। এই শহরে যানবাহন চলাচলে নিয়ম নীতি কতখানি মানা হয়? ঘোষণা সত্বেও হেলমেট ছাড়া দিব্যি ঘুরিতেছে স্কুটার বাইক চালকরা। ট্রাফিক বাবুরা কতখানি সাবধানী কর্তব্যপরায়ণ সেই প্রশ্ন আছে। সবই যেন চলিতেছে হযবরল ভাবে। এইভাবে বেশীদিন চলিতে পারে না। এই শহর আগরতলায় পার্কিং এর জায়গা নাই। রাজপথ দখল করিয়া যানবাহন রাখিতে হয়। আসলে, শহর আগরতলায় ট্রাফিক ব্যবস্থা একেবারেই দূর্বল। অনেক ব্যস্ততম এলাকায়ও দেখা যায় ট্রাফিক পুলিশ কর্তব্য সম্পাদন না করিয়া গল্প গুজবে মাতিয়া আছেন। আসলে ত্রিপুরার এই কালচারই দূষিত হইয়াছে। আইন নিয়ম না মানার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা এক দিনে হয় নাই। বাম আমলের সস্তা রাজনীতির খোসারতই এই অব্যবস্থা। কারণ এখানে মোটর চালিত রিকসা চলিতেছে সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে। টমটমের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই নাই সরকারী অনুমোদন। যেন আইন না মানা নিয়ম না মানার শহর। নতুন সরকারও শ্রমিক বিক্ষোভের ফাঁদে পা দিতে নারাজ। তাই সমঝোতার পথ। অন্যায়ের সাথে অনিয়মের সাথে সমঝোতা। এইভাবে দেশ রাজ্য শহর চলিতে পারে না। এইভাবেই নামিয়া আসে অরাজকতার অভিশাপ। উশৃংখলতাকে তো বরদাস্ত করা যায় না। নিয়ম ও অনুশাসন না থাকিলে সুষ্ঠ প্রশাসন জনস্বার্থে কাজ করিতে পারে না। অনিয়ম অন্যায় আবদার বাড়িতে থাকে। সেখানে সরকারের আত্মসমর্পণের ঘটনা একদিন ভয়ংকর বিপদকেই ডাকিয়া আনিবে।

অতিরিক্ত ১০ হাজার সেনা মোতায়েন : এবার সরব জেকেপিএম প্রধান শাহ ফয়জল

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে অতিরিক্ত ১০ হাজার সেনা মোতায়েন নিয়ে এবার সরব হলেন জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট (জেকেপিএম) দলের প্রধান তথা প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক শাহ ফয়জল। শনিবার ট্যুইট করে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গুজব রটছে যে, বড়সড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তা কি আর্টিকলে ৩৫ এ ? এর আগে এবিষয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ঊ

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কাশ্মীর সফরের পরই সেখানে ১০ হাজার অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে ঊ ইতিমধ্যে বহু জওয়ানকে সেখানে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা আদেশে বলা হয়েছে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার অভিযান আরও মজবুত করতে অতিরিক্ত সেনার মোতায়েন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলাও আরও মজবুত হবে। যা নিয়ে নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে ঊ

এদিনই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা ট্যুইট করেন ঊ তিনি ট্যুইটারে তিনি লেখেন, ‘অতিরিক্ত ১০ হাজার সেনা মোতায়েনে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ভয়ের সৃষ্টি করছে। কাশ্মীরে নিরাপত্তা রক্ষীদের অভাব নেই। জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যা রাজনৈতিক যার সমাধান সেনা মোতায়েন করে সম্ভব নয়। ভারত সরকারের ফের চিন্তা-ভাবনা করে নিজের নীতি বদলানো উচিত।’

এরপর এবিষয়ে সরব হলেন আরও একজন কাশ্মীরি নেতা ঊ শনিবার ট্যুইটারকে মাধ্যম করে মুখ খুললেন জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট (জেকেপিএম) দলের প্রধান তথা প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক শাহ ফয়জল। ট্যুইটে তিনি লেখেন , ‘কাশ্মীরে ১০০ কোম্পানির সেনা মোতায়েন করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ জানে না কেন এই সিদ্ধান্ত। গুজব রটছে যে, বড়সড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তা কি আর্টিকেল ৩৫ এ? প্রসঙ্গত, ১৫ আগস্ট জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতা করতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। বহুবার এমন পরিকল্পনার কথা জানাও গিয়েছে। যদিও তা ব্যর্থ হয়ে যায় ভারতীয় সেনার তৎপরতায়। জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রবের বিষয় মাথায় রেখেই নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাশেজে জো রুটের ডেপুটি নির্বাচিত হলেন বেন স্টোকস

লন্ডন, ২৭ জুলাই (হি.স.) : দেশকে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা নেওয়ার পুরস্কার পেলেন বেন স্টোকস। অ্যাশেজে জো রুটের ডেপুটি হলেন বছর আঠাশের ইংরেজ অল-রাউন্ডার। আগামী ১ আগস্ট থেকে এজবাস্টনে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ যুদ্ধ।

উল্লেখ্য, ১৪ জুলাই লর্ডসে বিশ্বকাপ জিতে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ইংল্যান্ড। ইয়ন মর্গ্যানের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেও দেশকে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ দিতে বড় ভূমিকা নেন স্টোকস। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্টোকসের ৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংসে ম্যাচ টাই করে ইংল্যান্ড। সুপার ওভারও টাই হওয়ায় ম্যাচে সর্বাধিক বাউন্ডারি মারায় বিশ্বকাপ জেতে মর্গ্যানবাহিনী।

মর্গ্যান টেস্ট দলে সুযোগ না পেলেও প্রথমবার টেস্টে সুযোগ পেলেন বার্বেডোজে জন্ম ইংল্যান্ড পেসার জোফরা আর্চার। প্রথম বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ১৬ জনের দলে না-থাকলেও শেষ মুহূর্তে আর্চারকে দলে নেন ইংল্যান্ড নির্বাচকরা। দুরন্ত বোলিং করে নির্বাচকদের আস্থার মর্যাদা দেন জন্মসূত্রে এই ক্যারিবিয়ান পেসার। ইসিবি-র তরফে শনিবার প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়,‘ ২০১৭ সেপ্টেম্বরে প্রথমবার টেস্ট দলের ভাইস-ক্যাপ্টেন হয়েছিল বেন স্টোকস। কিন্তু তারপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় জোস বাটলারকে।’

ছয়ের পাতায় দেখুন

দলের শুদ্ধিকরণের কাজ অনেক কঠিন

নারায়ণ দাস

লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছে ঠোক্কর খেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন এখন থেকে তিনি দলের কাজে বেশি সময় দেবেন। ক্ষমতা প্রাপ্তির আগে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আন্দোলন করে তিনি লদকে যেভাবে মানুষের কাছে নিয়ে এসে তাদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন, সেই অবস্থাই-তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কাজটা বড় কঠিন। কারণ দলের হাতে এক রাজ্যের শাসন---তাই শাসক দল হিসেবেই তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচয়। দীর্ঘ আট বছর ক্ষমতাসীন থাকার পর দলে প্রচুর মেদ জমেছে--- তা ঝরিয়ে ফেলতে হবে। দলনেত্রী বলেছেন, পুলিশের ওপর নির্ভর না করে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে এগোতে হবে। কিন্তু পুলিশই তো শাসক দলের অনুগত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরে এক দলীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রী দলের ভূতভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন এবং দলের বিপর্যয়ের নানা কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই জেলায় তৃণমূল ভোটের ফল আশব্যঞ্জক নয়, দল পশ্চিমাঞ্চলের দুটি জেলা বাঁকুড়াও পুরুলিয়ায় বিজেপির সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারেনি। অথচ পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের জন তাঁর সরকার প্রচুর কাজ করেছে যার সুফল ওখানকার মানুষ এখন ভোগ করছেন। কিন্তু তৃণমূল তাদের অনেকেরই সমর্থন পায়নি। এটা নেত্রীকে পীড়া দিয়েছে।

ক্ষমতায় থেকেই শুধু মেদ জমেনি, দলের যাঁরা জনপ্রিতিনিধি, মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আখের গোছাতে গিয়ে দলের বিস্তর ক্ষতি করেছেন এবং মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন। সুতরাং মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা বিত্তাশালী হয়েছেন। অঞ্চলে প্রভাব খাটিয়ে অনেক অনাকঙিক্ষত কাজে জড়িয়ে পড়ে দলকে কালিমালিপ্ত করেছেন। লোভ, লালসা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির স্বাদ একবার যাঁরা জনপ্রতিনিধি, মানুষের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আখের গোছাতে গিয়ে দলের বিস্তর ক্ষতি করেছেন এবং মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন। সুতরাং মানুষকে মিত্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা বিত্তশালী হয়েছেন। অঞ্চলে প্রভাব খাটিয়ে অনেক অনাখাঙ্ক্ষিত কাজে জড়িয়ে পড়ে দলকে কালিমালিপ্ত করেছেন। লোভ, লালসা, ক্ষণতা, প্রতিপত্তির স্বাদ একবার যাঁরা পেয়েছেন তা থেকে তাঁদের সরে আসা কঠিন। সুতরাং ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে দল যেরকম ছিল সেই অবস্থায় পিরিয়ে আনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কাণণ দলের এই লোকগুলিকে তাড়িয়ে দলের স্বচ্ছতা বাড়ানো সোজা কথা নয়। যাঁরা একবারবিত্তের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা বিত্ত আরও বাড়ানোর কাজে লেগে থাকবেন দলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে।

আর মধুলোভী এই সব লোকেরজন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য তাদের ঔদ্ধত্যের জন্য মানুষের কাছ থেকে দল ইতিমধ্যেই অনেক দূরে চলে এসেছে---তা বোঝা গেল লোকসভা ভোটের ফলে।

যদিও তাঁর দাবি দলের নাম ভাঙিয়েকে কোথায় কী করছে, তা তিনি জানেন। তা যদি হয়, তাহলে তখনই তাদের এই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা যেত। দলের পচনটা তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যখন বিজেপি একচছত্র আধিপত্যে থাবা বসিয়ে ১৮ আসন কেড়ে নিল। যা ২০২১ সম্পর্কে একটা সংশয় সৃষ্টি করেছে।

এখন দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে কতকিছু করার চেষ্টা হচ্ছে। যাঁরা জনগণের কাছ থেকে কাটমানি খেয়েছেন, তাঁদের তা ফেরত দিতে বলা হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্যময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এই কাটমানি যাঁরা খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কিছু রাঘববোয়ালের সন্ধানও পাওয়া গেছে, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দলনেত্রর বিশ্বস্ত, আস্থাভাবন। এ সবই ক্ষমতা ভোগের পরিণাম। এখন তৃণমূল নেতৃত্বের মনে অহরহ ঘুরপাক খাচ্ছে ২০১১ নির্বাচন, যে নির্বাচনে তৃণমূলের ক্ষমতায় থাকা না থাকার বিধান দেবেন রাজ্যের মানুষ। যদিও,

তৃণমূল নেতৃত্ব ভাবতেই পারেনি, দলে এত বেনোজল ঢুকেছে। অনেকে দলের নামে নানা অপকর্মে জড়িত।

মুখ্যমন্ত্রী দলের সর্বময় কত্রী হলেও প্রশাসনিক এবং উন্নয়নের কাজে নিজেকে বেশি ব্যস্ত রেখেছেন। দলের ভালমন্দ দেখার সুযোগ খুব একটা হয়নি, সামনের দুই বছর শাসকদলেরকাছ একটা কঠিন সময়। টিকে থাকতে হলে আইনশৃঙ্খলার লাগাম অতি শক্ত হাতে ধণতে হবে—যাতে এর অছিলায় কেন্দ্রে অতি শক্তিধর বিজেপি সরকার এই সরকারকে বেকায়দায় ফেলে আসু শেষের চেষ্টা করতে না পারে। তবে এটা ঠিক, ২০১১-র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এখনকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন। সেটা হওয়াও স্বাভাবিক, কারণ তাঁর দল ক্ষমতায়, রাজ্যের উন্নয়নের চাবিকাঠি তাঁর হাতে। রাজধর্ম পালনও তাঁর কাজ।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও গত আট বছরে মুখ্যমন্ত্রী অনেককে কাছে টেনে এনেছেন, আবার তাঁর দূরে সরিয়েও দিয়েছেন। তাঁর রোষানল থেকে নিস্তার পাননি শীর্ঘস্থানীয় আমলারাও। তাঁর পছন্দের কাজ না হলেই তাঁদের অনেককেই কম্পালসারি ওয়েটিং লিস্টের তালিকায় থাকার জন্য ঠেলে দিয়েছেন। অনেকর চাকরির জীবন শেষ হয়েছে এই তালিকায় থাকাকালীন। আজকাল অবশ্য এই অপেক্ষার তালিকায় রাখার হিড়িক অনেকটাই কমে গেছে। কারণ যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা এই ব্যবস্থাটাকে ভালোভাবে নেননি।

মেদিনীপুরে দলীয় নেতানেত্রীদের সঙ্গে যে বৈঠক হল, সে বৈঠক ছিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর যাঁকে তিনি উপদেষ্টা হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ করেছেন ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভেবে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একাধিক বৈঠক হয়েছে। অর্থাৎ দলের ভাবমূর্তি এখন যেভাবে ম্লান হয়ে পড়েছে, তা কীভাবে উদ্ধার করা যায় তার পরামর্শ দেবেন এই ভোটকুশলী। নির্বাচনে দল কী কৌশলে লড়বে তা বাতলে দেবেন এই বিশেষজ্ঞ। তার মানে বুঝতে হবে দলনেত্রীর একার বুদ্ধির জোরে ২০২১-এর ভোট যুদ্ধ জয়ী হওয়া যাবে না।

এখন দেখার বিধানসভা ভোটের আগের এক দু’বছরে তিনি দলের ফাটল, ফাঁকফোকর বুজিয়ে দলকে সেই আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেন কিনা, যার জন্য তিনি অনলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু দলের শুদ্ধিকরণ করতে হলে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। দলে থাকে যাঁরা দলের স্বার্থ না দেখে নিজেদের স্বার্থ দেখছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাতে দল যদি সোজা হয়ে দাঁড়িতে পারে, তাহলে মঙ্গল। অর্থাৎ দলনেত্রীকে দলের বৃহত্তর স্বার্থে কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে।

তবে এই সরকারের সামনে এখন বহুবিধ সমস্যা। নির্বাচনের আগে যে গতিতে উন্নয়নের কাজ চলেছিল বিভিন্ন জেলায়, সেই গতি থেমে গেছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জারি হওয়ার পর, অনেক প্রকল্পের কাজই হাতে নেওয়া যায়নি নির্বাচন বিধিতে আটকে যাওয়ার ভয়ে।

কাজ এখন আবার আরম্ভ হলেও তা টিমেতালে চলছে। মুখ্যমন্ত্রীও ভোটে দলের বিপর্যয়ের ক্ষমত মেরামতির কাজে ব্যস্ত। এখন তিনি বেশি সময় দলের হিতার্থেই ব্যয় করেছেন। জেলার জেলায় গিয় প্রশাসনিক বৈঠক করে উন্নয়নের কাজে মনিটরিং করা, কাজে গতি আনা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া --- যা তিনি গত আট বছর ধরে করেছেন, এখনও আরম্ভ করতে পারেননি।

বিজেপির কাছে এতগুলি আসন হারানো, মমতাকে এত বড় আঘাত দিয়েছে যে তাঁর যন্ত্রণা তিনি এখনও ভোগ করছেন। ইতিমধ্যে দলের জেলাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেককেই সরিয় নতুন মুখ এনেছেন। আবার পুরনো যাঁদের সরানে াহল নানা ব্যর্থতার জন্য, তাঁরা যে তা ভালভাবে নিয়েছেন তা বলা যাবে না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমন ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছেন যে দলে থেকেও তাঁরা দলে নেই। মুখে বলছেন তাঁরা দলের অনুগত সৈনিক, দলনেত্রী যা করতে বলবেন, তাই করব। মমতা দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থামাতে পারেননি, এই সমস্যা দলের বিস্তর ক্ষতি করছে। গ্রামাঞ্চলে তৃণমূলের নেতার অভাব নেই, খেয়োখেয়িরও অভাব নেই। মারপিট, সংঘর্ষ এবং মৃত্যু ঘটেছে অহরহ। আর নিজেদের মধ্যে কলহের এই পরিণাম চাপানো হচ্ছে বিজেপির ওপর। এই রাজনীতি কিন্তু বেশিদিন চলতে পারে না। মানুষ এটা বুঝতে পেরেই দূরে সরে যাচ্ছে। গ্রামাগঞ্জের মানুষ খেয়ে পরে ভাঁচতে চান, ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চান, কিন্তু তৃণমূলের গৃহবিবাদে তাঁরাও ভুক্তভোগী। মমতা দলের এই অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলেন ভোটে দলের বিপর্যয়ে। আগে তিনি ভাবতেন তৃণমূল একটি পরিচ্ছন্ন দল। এদিকে কেন্দ্রে সঙ্গে এই সরকারের এখন যা সম্পর্ক, তা কবেতক স্বাভাবিক হবে তা অনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রীর ডাকা কোনও বৈঠকে মমতা গেলেন না, ভোটের পর তিক্ততা আরও বেড়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রী কাঠামোয় একটা অঙ্গরাজ্যকে কেন্দ্রে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাটা কঠিন। তাতে রাজ্যেরই ক্ষতি। এই সুযোগটা বিজেপি ভালো করে নেবে এবং ২০২১-এ এই দলকে হটিয়ে রাজ্যের শাসন হাতে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটমস্যান)

রূপালি পর্দার পিছনে অন্ধকার

নারায়ণ দাস

> এখন মুম্বাই, চেন্নাই, তেলেঙ্গানার ফিল্ম সিটিতে বহু বিগ বাজেটের ছবি তৈরি হয়ে থাকে। সেই তুলনায় টলিউড তো ফিল্মি সংসারে প্রায় দীনদরিদ্র আত্মীয়। অথচ ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের আঁতুড়ঘর এই টলিউড। এখানে বাংলা তো বটেই, আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার ছবি তৈরি হত। সেই স্বর্ণযুগ কবেই শেষ হয়ে গেছে। তা নিয়ে হা-হুতাশ করলে হতাশাই বাড়বে।

টলিউডকেন্দ্রিক রূপালি পর্দার পিছনে অন্ধকার। অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকলিশিয়ান, পরিবেশক, প্রযোজক, পরিচালক, সিনেমা হল মালিক কারও ভবিষ্যৎ যেন সুরক্ষিত নয়। একটা ফাঁড়া কাটছে তো আর একটা ফাঁড়া সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্রুত পদক্ষেপে একটি গুরুতর বিদ কেটেছে। তা না হলে ১৯ জুলাই থেকে সিনেমা হলগুলির বুকিং কাউন্টার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত।

সমস্যাটা ছিল সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত। এটা ছিল মূলত পরিবেশক এবং হল মালিকদের সমস্যা। সার্ভিস চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি না হলে তারা-আয়-ব্যয়ের সমতা রাখতে পারছিলেন না। সেটা করতে গেলে রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেট দরকার ছিল। অনেকদিন ধরে সরকারের ঘরে বিষয়টি ঝুলে ছিল।

শেষ তক ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিস্ট ফোরাম এবং সিনে টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়াকার্সদের সংগঠন যৌথভাবে ঠিক করেছিল, সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান না হলে বাধ্য হয়ে ১৯ জুলাই থেকে সিনেমা হলগুলি বন্দ রাখা হবে। আনন্দের কথা, ব্যাপরটা অতদূর গড়ায়নি। গড়াবার আগেই তার সমাধান হয়ে গেছে।

লক্ষ্য করার বিষয় এই ব্যাপারটা নিয়ে টলিউডের তিনটা প্রধান পক্ষ এক সুরে কথা বলেছে। ফলে বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ এই মুহূর্তে প্রযোজক এবং অভিনেতা অভিনেত্রী ও টেকনিশিয়ানদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। টলিউড সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিদের অজানা নয় যে এই সংঘাত পাওনাগণ্ডা সংক্রান্ত, কোন কোন মেগা সিরিয়ালের শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানরা সময়মতো তাঁদের পুরো সাম্মানিক এবং পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। তার খানিকটা অংশ বকেয়া পড়ে যাচ্ছে। তা জমতে জমতে কোটির অঙ্ক ছাপিয় যাচ্ছে। এই নিয়ে উভয়পক্ষে একটা ঠাণ্ডা লড়াই অনেকদিন ধরে চলছে। বিষয়টির আশু ফয়সালার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

আর একটি সমস্যা এখনও তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে আমার কানে খবর এসেছে, শিল্পদের সাম্মানিক বাবদ প্রাপ্য টাকা থেকে প্রযোজকরা উৎসমূলে আয়কর কেটে নেন। সেটাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এর সঙ্গে তাদের আরও একটা দায় থেকে যায়। সেটি হল, আয়কর বাবদ কেটে নেওয়া টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয়কর বিভাগের ঘরে জমা দেওয়া।

অনেক শিল্পী বাৎসকির রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়ে জানতে পারেন, আয়কর বাবদ তাঁদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া টাকা আয়কর বিভাগে জমা পড়েনি। ফলে বকেয়া আয়কর বাবদ তাদের আর্থিক দায় কিছুটা বেড়ে যায়। বিনা দোষে তাঁরা এই দায় নেবেন কেন? অন্যের দোষে তাঁদের এই দণ্ড পেতে হচ্ছে। আর্টস্টি ফোরামের সম্পাদক-অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলি এবং ওই সংস্থার কর্মসমিতির সদস্য শান্তিলাল মুখার্জির কাছ থেকে আমি ওই সমস্যাটির সত্যাসত্য যাচাই করার চেষ্ট করেছিলাম। তাঁরা উভয়েই সমস্যাটির সত্যতা মেনে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় তার জন্য বলেছেন, সকল প্রযোজক নন, কতিপয় প্রযোজক এর জন্য দায়ী। টলিউডের সমস্যা একটা, নয় একাধিক। যে কোনও একাট সমস্যা এই শিল্পের জড়িত সকল পক্ষের বিপদ ডেকে আনে। টলিউডের স্টুডিয়োয় বা আউটডোরে যেসব পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তিলে তিলে জন্ম নেয় তাদের সার্থক গন্তব্য সিনেমা হল। বহু সিনেমা হল বছরের পর বছর ধরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, হলচালিয় লাভ তো দূরের কথা, লোকসানের বহর বেড়ে যাচ্ছে। কারণ, হল চালিয়ে লাভ তো দূরের কথা লোকসানের বহর বেড়ে যাচ্ছে। হল মালিক এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতির ওপর পড়ছে। যতদূর জানি, অনেক বছর আগে রাজ্যে ৯০০টি সিনেমা হল ছিল। তার সংখ্যা কমতে কমতে ২০০-তে নেমে এসেছে। আরও ১০০ হল খাবি খাচ্ছে। তারা কতদিন বেঁচে থাকবে তা অনিশ্চিত।

বলিউডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টলিউড অনেকটা পিছিয়ে আছে। ভাষাগত কারণে তাই থাকতে হবে। বলিউডের বাজার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ব্যবসা জমিয়েছে। ফলে বলিউডে তৈরি ছবি একসঙ্গে কমবেশি ১০০০ হলে মুক্তি পায়। সেই তুলনায় টলিউডে তৈরি বাংলা ছবি বড় জোর ২৫টি হলে মুক্ত পায়।

এখন মুম্বাই, চেন্নাই, তেলেঙ্গানার ফিল্ম সিটিতে বহু বিগ বাজেটের ছবি তৈরি হয়ে থাকে। সেই তুলনায় টলিউড তো ফিল্মি সংসারে প্রায় দীনদরিদ্র আত্মীয়। অথচ ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের আঁতুড়ঘর এই টলিউড। এখানে বাংলা তো বটেই, আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার ছবি তৈরি হত। সেই স্বর্ণযুগ কবেই শেষ হয়ে গেছে। তা নিয়ে হা-হুতাশ করলে হতাশাই বাড়বে।

হতাশ হওয়ার মতো দুর্দিন আসেনি। হাল ছেড়ে দেবার মতো কারও ঘটেনি। অন্ধকার আছে। তবে তা চিরস্থায়ী নয়। একটা কারণ, সিনেমার বিকল্প হিসাবে টিভি সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল এসে গেছে এবং সেগুলি রমরমিয়ে চলছে। অনেক বাংলা ছবিও টেলিভিশনে দেখা যায়। সেটা অবশ্যই সিনেমা হলগুলির দুর্দশার একটি কারণ। বাংলা সিনেমা কয়েকজন বরেণ্য পরিচালকের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলা সিনেমার জন্য যথেষ্ট মর্যাদা অর্জন করেছে। কালের নিয়মে তাঁর চিরবিদায় নিয়েছিল। তাঁদের শূন্যস্থান কয়েকজন নতুন পরিচালক পূর্ণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁরা কয়েকজন নতুন শিল্পীকেও পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁদের হাত দিয়ে কয়েকটি বিনোদনমূলক ছবি সৃষ্টি হয়েছে। প্রযোজকরাও তাঁদের বিনিয়োগের সুফল পেয়েছেন।

এইসব কারণেই মনে করা যায় টলিউডের দিন ফুরিয়ে যায়নি। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আরও কিছু কিছু করণীয় আছে। তার কর্মসূচি স্থিরকরতে হলে সমস্যার মূলে যেতে হবে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির পুঁজি পরেযোজ্করা জোগান দেন। দশ পনেরো বছর আগেও তাঁরা তিনটি উৎস থেকে বিনিয়োগের টাকা এবং উপরি আরও কিছু অর্থ ঘরে তুলতেন। প্রথম উৎস, দর্শকদের দেওযা টাকা। তা আসত সিনেমা হলের মাধ্যমে। সেই উৎস এখন শুকিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় উৎস, গানের স্বত্ব বিক্রি। এই উৎসটিও আগের মতো তেজি নেই। তৃতীয় উৎস, ছবির স্যাটেলাইট স্বত্ব, অর্থাৎ টেলিভিশন চ্যানেলের প্রদর্শনের স্বত্ন বিক্রি। এই ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিযোগিতা এসে গেছে। ফলে এর মাধ্যমেও ন্যায্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না। চাষবাসের ভাষা বলতে হয়, এখন বাধ্য হয় অভাবী মূল্যে স্যাটেলাইট স্বত্ব বিক্রির ঘটনাও ঘটেছে। এসব অবশ্য আমার ধারণা। খ্যাতনামা পরিচালক অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চিত হয়েছি, আমার ধারণা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বরং এর শক্ত ভিত্তি আছে। মারাঠি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ছবির বাজার কিন্তু বাংলা ছবির বাজারের মতো অনিশ্চিত নয়। বরং যথেষ্ট তেজি। কিন্তু বলিউডের ছবির যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে ওইসব ছবির বাজার তেমন নয়। বরং তা বাংলা ছবি মতো আঞ্চলিক। তবুও তারা কোথা থেকে জোর পাচ্ছে তার খোঁজখবর করা দরকার। তা করার মতো পরিকাঠামো রাজ্যে সরকারেরই থাকে। এখন তাদেরই ঠিক করতে হবে করণীয় কী।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

শনিবার সাত সকালে রাজধানী সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছবি- নিজস্ব।

যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তারা মানুষের হৃদয়ে রয়ে যায়, কারগিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : সরকার কোনও যুদ্ধ লড়ে না। যুদ্ধ করে দেশ। সরকার আসে যায়। কিন্তু যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তারা মানুষের হৃদয়ে রয়ে যায় ঊ তবে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করবে না সরকার। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে কারগিল দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন কারগিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে শনিবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে জওয়ানদের বীরগাথা অভিনয় করে দেখান সেনাবাহিনীর সদস্যরাই। সবার সঙ্গে বসে সেনাবাহিনীর বীরত্বের ওপর একটি ছবি দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসবাদের প্রকোপ বাড়ছে। নাম না করে পাকিস্তানকে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, তারা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আজ যুদ্ধ পৌঁছে গিয়েছে মহাকাশেও। এমনকি সাইবার যুদ্ধও চলছে। প্রতিরক্ষার এই আধুনিকীকরণ শুধুই প্রয়োজন নয়, অগ্রাধিকারও বটে। তবে আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের একত্রিকরণ প্রয়োজন। বর্তমানে গোটা বিশ্বই সন্ত্রাসের জালে। কোনও কোনও দেশ ছায়াযুদ্ধও চালাচ্ছে ঊ মানবিকতার জন্য বিশ্ব জোড়া খ্যাতি রয়েছে ভারতীয় সেনার। এক লক্ষ জওয়ানের আত্মত্যাগ কখনও ভুলবে না দেশ ঊ কার্গিল যুদ্ধের সময় দেশের সীমান্ত নতুন করে আঁকতে চেয়েছিল পাকিস্তান। ভারত সেটা হতে দেয়নি। পাকিস্তানের সব ষড়যন্ত্র ছক বানচাল করে দেয় ভারত ঊ কার্গিলের জয় আমাদের দেশের সাহসী সন্তানদের জয়। ভারতের শক্তি ও ধৈর্য্যের জয়।

ভারতের আশার জয়ঊ

তিনি বলেন, কারগিলে ভারতের শক্তি দেখেছে বিশ্ব। ২০ বছর আগে কার্গিলে গিয়েছিলাম আমিও। পাহাড়ের মাথায় বসে ছক কষছিল শত্রুরা।

মৃত্যু যেন চোখের সামনে অপেক্ষা করছিল। তাও আমাদের জওয়ানরা তেরঙা হাতে শত্রুদের আগেই কাশ্মীর পৌঁছে যাওয়ার জন্য ছুটছিল। তিনি বলেন, সরকার কোনও যুদ্ধ লড়ে না। যুদ্ধ করে দেশ। সরকার আসে যায়। কিন্তু যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, তারা মানুষের হৃদয়ে রয়ে যায় ঊ তবে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করবে না সরকার। ক্ষমতায় ফিরেই আমরা শহিদের সন্তানদের স্কলারশিপ বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঊ আগামী দিনে সেনাবাহিনী আরও আধুনিক অস্ত্র পাবে।

আইএস-সেনার ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ে চার জঙ্গি সহ মৃত ১৫ উদ্ধার বিস্ফোরক ও জেহাদি নথি

কলম্বো, ২৭ জুলাই (হি.স.) : ফের ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল শ্রীলঙ্কা। শনিবার ভোররাত থেকে চলা সেনা-সংঘর্ষে চার ইসলামিক স্টেটের সদস্য-সহ মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। দ্বীপরাষ্ট্রের সাইন্থামারাথু অঞ্চলের আমপারা এলাকা ঘিরে এখনও চলছে তল্লাশি অভিযান।

সেনা সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালেই আমপারা এলাকার একটি বাড়িতে জঙ্গিদের থাকার কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। বাড়িটিতে অন্তত সাতজন ইসলামিক স্টেট জঙ্গি রয়েছে বলে রিপোর্ট দেন তাঁরা। সেইমতো দ্রুত এঁকে ফেলা হয় অভিযানের নকশা। শুক্রবার রাতেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির কথা জানতে পেরে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা হামলা চালায় সেনাও। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর পালানোর পথ বন্ধ দেখে পরপর দু'টি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। অবশেষে শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে ১৫টি দেহ উদ্ধার করে নিরাপত্তারক্ষীরা। নিহতদের মধ্যে চার শিশু ও ৭ মহিলাও রয়েছে বলে খবর। বিস্ফোরণে বাড়িটির প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তবুও সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও জেহাদি নথি উদ্ধার করেছে সেনা। আপাতত গোটা এলাকা ঘিরে রেখে চলছে তল্লাশি অভিযান।

উল্লেখ্য, ইস্টার সানডে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর থেকেই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রে চলছে ধরপাকড়। জঙ্গিদের দমন করতে সেনা ও পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনা। ওই হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রায় ১৪০ জন ইসলামিক স্টেট সদস্যের খোঁজে লাগাতার অভিযান চলছে। অভিযোগ, কলম্বোয় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, প্রাণহানির নেপথ্যে ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস-এর মদত থাকার তথ্য উঠে আসে। যদিও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কড়া হাতে জেহাদের থাবা গুঁড়িয়ে না দিলে ভবিষ্যতে আরও রক্তাক্ত হবে শ্রীলঙ্কা।

বৃষ্টির জেরে জনজীবন ব্যাহত রাজস্থানে

জয়পুর, ২৭ জুলাই (হি.স.) : শুক্রবারের পর শনিবার সকালেও বৃষ্টিপাতের জেরে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত রাজস্থানে। বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন একাধিক জায়গা।

টোঙ্কের বানস্থালিতে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৯৯.৮ মিলিমিটার, জয়পুরে ৮৪ মিলিমিটার। আজমের, কোটা, সওয়াই মাধোপুর, চিত্তরগড়, চুরু, বিকানিরে শুক্রবার থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে যথাক্রমে ৬৪.২, ৬৩, ৪২, ৩১, ২.৪, ১.৮ মিলিমিটার বলে আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

শনিবার জেলাশাসক রামচন্দ্র ধেনওয়াল জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার শিকরে বৃষ্টি জনিত কারণে পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছে। শিকরের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আজমের, বারান, বানসওয়াড়, বুন্দি, চিত্তরগড়, দুনগারপুর, জয়পুর, ঝালাওয়াড়, কারাউলি, কোটা, প্রতাপগড়, রাজসামুন্দ, টোঙ্ক, উদয়পুর, শিরোহি, সওয়াই মাধোপুরের বিক্ষিপ্ত জায়গায় প্রবল বৃষ্টিপাত হবে।

অক্টোবরে ভারত সফরে আসতে পারেন শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : আগামী অক্টোবরে ভারত সফর আসতে পারেন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সফরের সময়সূচি নিয়ে এখনও পরিকল্পনা চলছে। দিল্লি ও ঢাকায় নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য দিয়েছে। সূত্র বলেছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এবং দীপাবলির আগে এই সফর হতে পারে।

সূত্র জানিয়েছে, শেখ হাসিনার সফরে অভিন্ন নদীর জলবণ্টন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি নদীপথে দুই দেশের মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বশেষ ২০১৭ সালে ভারত সফর করেন। ওই সফরের সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন।

উল্লেখ্য, পূর্ব নির্ধারিত জাপান সফরের কারণে গত মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ। তবে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এবং সম্প্রতি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাঁরা যৌথভাবে কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ২০১৭ সালের এপ্রিলে শেখ হাসিনার ভারত সফরে রেকর্ড সংখ্যক ২২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে ভারতের। 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক কল্যাণের সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত এসব দেশের সক্রিয় উন্নয়ন অংশীদার এবং বেশ কিছু প্রকল্পে কাজ করছে।

ইয়েদুরাপ্পার আস্থাভোট জয় নিশ্চিত : প্রহ্লাদ যোশী

বেঙ্গালুরু, ২৭ জুলাই (হি.স.) : আস্থাভোটে মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পার জয় যে নিশ্চিত। শনিবার ফের এমন দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।

এদিন প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, নিশ্চিত ভাবেই সোমবার আস্থাভোটে জয়ী হবেন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। পাশাপাশি কর্ণাটকে বিজেপি সরকারের যে প্রধান লক্ষ্য কৃষক এবং প্রান্তিক শ্রেণির উন্নয়ন এদিন তাও স্পষ্ট করে দেন প্রহ্লাদ যোশী। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মাননিধি মাধ্যমে প্রত্যেক কৃষকদের ৬০০০ টাকা যে প্রকল্প রয়েছে তা কার্যকর করার জন্য ইয়েদুরাপ্পাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রহ্লাদ যোশী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কৃষক এবং অন্যান্য পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সহায়তার আরও কাজ করে যাবে রাজ্য সরকার। তিনি আরও বলেন আস্থাভোটের পরেই মন্ত্রিসভার গঠন করা হবে। শীঘ্রই অর্থ বিল পাশ করানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে ২৯ জুলাই, সোমবার সকাল দশটা নাগাদ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন ইয়েদুরাপ্পাঊ আস্থাভোটের জন্য ২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারাঊ শনিবার বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অলোক কুমার জানিয়েছেন, '২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারা।

যাত্রীদের গতিবিধির উপর নজর আরোপ করার নির্দেশ সিআরএস-র

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): মেট্রোর যান্ত্রিক ত্রুটি, দরজার সেন্সর, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণকে বাদ দিয়ে এবার যাত্রীদের গতিবিধির উপর বেশি করে নজর আরোপ করার নির্দেশ দিল কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)ঊ সম্প্রতি ভারতীয় রেল বোর্ডের কাছে এমনই রিপোর্ট জমা দিল তাঁরাঊ

এই বিষয়ে অবশ্য কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনক কুমার গর্গ বলেন, কলকাতা মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চার দফা সুপারিশ করেছেন তিনি সংস্থার কাছে। এর মধ্যে পার্ক স্ট্রিটে প্ল্যাটফর্মের মাঝে আরপিএফ মোতায়েন করার কথাও জানানো হয়েছে।

সিআরএস ওই রিপোর্টে আরও বলেছে, হাই রেজোলিউশন ক্যামেরার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে নজরদারি চালাতে হবে।

এচার সিসিটিভি ফুটেজ যেন মোটরম্যানের গোচরে আসে সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক স্টেশনের আপ ও ডাউন প্ল্যাটফর্মে উত্তল আয়না বসিয়ে নজরদারি চালাতে হবে বলে নির্দেশ জারি করেছে সিআরএস। শেষের এই কথা মেনে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে আয়না বসানো হয়েছেঊ

পাশাপাশি রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, মেট্রোর প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মেই ঘন ঘন ঘোষণা করতে হবেঊ দরজা বন্ধের সময়ে যাত্রীরা যাতে নামা-ওঠা না করেন, সেই কথাও বারবার ঘোষণা করতে হবেঊ সচেতনতা বাড়াতে যাত্রীদের নিয়মিত ভিডিয়ো ক্লিপিংস দেখানোর কথা বলা হয়েছে। সিসিটিভি দেখে, পরিস্থিতি আঁচ করে প্ল্যাটফর্মের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে সেই মতো উপদেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সিআরএস। রেলে সুরক্ষা বিধি সংক্রান্ত যে আইন আছে, তা উল্লেখ করেই কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির তরফে এই সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে মেট্রোর দরজায় হাত আটকে মৃত্যু হয় কসবার বাসিন্দা সজল কাঞ্জিলালেরঊ এরপরেই শুরু হয় তদন্তঊ খুটিয়ে দেখা হয় মেট্রোর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা।

ভবিষ্যতে এই ক্ষতি যাতে আর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেই কড়া রিপোর্ট দিয়েছে সিআরএস ঊ তবে সেই রিপোর্টে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর নেইঊ ঘটনার তদনে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার সময় চোখে পড়ে কোনও কামরার দরজা খোলা থাকলে সতর্কতামূলক যে আলো জ্বলে, ওই দরজার মাথায়ও তা জ্বলছিল।

অর্থাৎ দরজাটি যথাযথ ভাবে বন্ধ হয়নি তার সিগন্যাল এসেছিলঊ এর পরেও কেন রেকের মোটরম্যান বা কন্ডাক্টিং মোটরম্যানের কেবিনে সে খবর পৌঁছল না? আদৌ কি কলকাতা মেট্রোর রেকগুলির সেন্সর পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে? সেন্সরে সমস্যা হলে কি কোনও সিগন্যাল পৌঁছয় মোটরম্যানের কাছে? এ সবের কোনও উল্লেখ নেই সিএসআর-এর প্রাথমিক রিপোর্টে।

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলা : দিল্লির আদালতে স্বস্তি কমল ভাগ্নের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি. স.) : অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত রাতুল পুরির অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আবেদন মঞ্জুর করল দিল্লির আদালত। এই মামলায় আগামী ২৯ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। একই মামলায় তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশও দিয়েছে দিল্লির ওই আদালত। এই ভিভিআইপি চপারস অর্থ তছরুপ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শনিবার তলব করা হয়েছিল কমল নাথের ভাগ্নে রাতুল পুরিকে। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ভাগ্নে, রাতুল পুরি এদিন ঘটনাচক্রে ইডি দফতর থেকে পালিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মামলার তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছ থেকে কিছুটা বিরতি চেয়ে ওয়াশরুমে যাওয়ার নাম করে কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে যান তিনি।

এজেন্সির কর্তারা তাঁকে মোবাইল ফোনে ধরার চেষ্টা করলেও তা বন্ধ ছিল।

প্রসঙ্গত, হিন্দুস্থান পাওয়ার প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান পুরিকে অতীতেও তলব করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। তিনি কমল নাথের বোন নীতা পুরির পুত্র, অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া ফার্ম মোসার বেয়ারের সিএমডি। ভিভিআইপিদের এই অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনার জন্য প্রায় ৩, ৬০০ কোটি টাকার চুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে ইডি এবং সিবিআই বর্তমানে মামলাটির তদন্ত করছে এবং ইতিমধ্যে মামলায় একাধিক অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে।

সন্ত্রাস দমন তীব্র করতে কাশ্মীর যাচ্ছে অতিরিক্ত ১০,০০০ বাহিনী

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি. স.) : সন্ত্রাস দমন তীব্রতর করতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। জম্মু ও কাশ্মীরে আরও ১০,০০০ বাহিনী আধা সামরিক জওয়ান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল দু-দিনের জম্মু ও কাশ্মীর সফর সেরে ফেরার পরই শনিবার নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত। যদিও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে জম্মু ও কাশ্মীরের পিডিপি (পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি) নেত্রী মেহবুবা মুফতি জানান, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দিন কয়েক আগেই সেখানে যান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্যটির প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। বিশেষ করে উত্তর কাশ্মীরের জন্য এই অতিরিক্ত বাহিনী চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং। কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সন্ত্রাসী কাজকর্ম প্রতিরোধ করতেই এই অতিরিক্ত ১০,০০০ বাহিনী সেখানে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অন্যদিকে, এর কড়া সমালোচনা করে মেহবুবা মুফতি বললেন, 'কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত মানুষের মনে আরও ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভাব নেই। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা, যা কখনওই সামরিক উপায়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা উচিত।'

দুর্নীতি কংগ্রেসের কাছে স্বাভাবিক বিষয় : জগত প্রকাশ নাড্ডা

রোহতক (হরিয়ানা), ২৭ জুলাই (হি.স.) : দুর্নীতি নিয়ে হরিয়ানায় কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হলেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডার। হরিয়ানায় কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় দুর্নীতি সরকারি পরিষেবায় স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ঘুষ সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

শনিবার হরিয়ানার রোহতকে দলীয় কর্মীদের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, আগে হরিয়ানার সরকারি পরিষেবায় দুর্নীতি হত। কিন্তু বিজেপির আমলে ঘুষের সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বদলি করার রীতি কংগ্রেস আমলে দেখা যেত। কিন্তু এখন কোনও কর্মীকে বদলির নামে উত্যক্ত করা যাবে না। কংগ্রেস মুক্ত গড়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়তে গেলে আমাদের বিজেপির ভারত গড়তে হবে। কংগ্রেস মুক্ত ভারতের অর্থ হচ্ছে দুর্নীতি এবং কমিশন মুক্ত ভারত। আর বিজেপির ভারত মানে উজ্জলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, সৌভাগ্য ভারত, উজালা ভারত। পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধে জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, দেশের ১৩০০ রাজনৈতিক দলের মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করছে।

ছয়ের পাতায়

পরপর তিনবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল ফিলিপিন্স : মৃত্যু ৮ জনের, ভেঙে পড়ল বহু ঘর-বাড়ি

ম্যানিলা, ২৭ জুলাই (হি.স.): পরপর তিনবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর ফিলিপিন্সের দ্বীপপুঞ্জঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৫.৪, ৫.৯ ও ৫.৭ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতায় কেঁপে ওঠে বহু ঘর-বাড়ি ও গীর্জাঊ ঘর-বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮ জনেরঊ এছাড়াও আহতের সংখ্যা ৬০-এরও বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে,

ছয়ের পাতায়

ঢাকার একটি বাড়ি থেকে ৫ জঙ্গিকে আটক করল বাংলাদেশ পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট

ঢাকা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রূপনগরের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের পাঁচ জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে ঊ ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ও জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়।শনিবার এই তথ্য দিয়েছে পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে রূপনগর আবাসিক এলাকার ২৮ নম্বর রোডের ২৩ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালায় এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের একটি দল। এসময় জঙ্গিরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পুলিশও পাল্টা সাত রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এসময় পুলিশের গুলিতে এক জঙ্গি আহত হন। পরে আহত জঙ্গি আবু সালেহ মোহাম্মদ জাকারিয়াসহ ৫ জনকে আটক করা হয়। বাকিদের নাম কিবরিয়া, আহম্মদ আলী, সালমা ও আসমা ফেরদৌস। এ সময় তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ও জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়।

শনিবার বিজেপির সভ্যপদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

অল্প বয়সে গচ্চায় যাওয়া ছয় তারকা

নিজেদের প্রতিভা এবং প্রতিভা বিকাশের অদম্য চেষ্টা ছিল তাদের। তাই অল্প বয়সেই তাঁরা অকালপক্ক তারকা খ্যাতি তকমা গায়ে জড়িয়েছে। নিজ গুণে তারকা খ্যাতি জুটেছে, সঙ্গে খ্যাতির বিড়ম্বনাও। বিশ্বজুড়ে অগুনতি ভক্ত তাঁদের, সমালোচকও অনেক। সমালোচকদের মতে, এই তারকাদের অনেক কিছুই অনুকরণীয় নয়। আসুন এবার জেনে নিন এমন পাঁচজন তারকার নাম। যারা অল্প বয়সেই পেকে তারকা খ্যাতি জড়িয়েছেন।জাস্টিন বিবার:তাকে নতুন করে পরিচয় করাতে যাওয়াটা বোকামি। সবাই জানে, ২০০৭ সালে ইউটিউব ভিডিও-র মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় সংগীত শিল্পী বিবারের বয়স ছিল ১৩ বছর।দু''বছর পরই তারকা। কানাডার নাগরিক জাস্টিন ড্রিউ বিবার এখন তারকাদেরও তারকা। তবে তরুণীদের হার্টথ্রব হলেও প্রতিবেশীদের কাছে বিবার বেশ অপ্রিয়। প্রতিবেশীদের অপছন্দ হলেও জনপ্রিয়তার কমতি নেই তার।মাইলি সাইরাস:–যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা ও অভিনেত্রী মাইলি সাইরাসও ছোটবেলা থেকেই তারকাজগতের বাসিন্দা। ডিজনি চ্যানেলের ''হানা মনটানা'' সিরিজে সুযোগ পেয়ে যান মাত্র ১৪ বছর বয়সে। বাবা বিলি রে কার্ন্টি সিঙ্গার। তাঁর প্রেরণায় মেয়েও গান শিখেছেন। সেই সুবাদে মাইলি এখন পপ সুপারস্টার।ব্রিটনি স্পিয়ার্স:১৯৯৯ সালে ''বেবি ওয়ান মোর টাইম'' এবং ২০০০ সালে ''উপস.আই ডিড ইট এগেইন'' অ্যালবাম দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেও ব্রিটনি স্পিয়ার্স কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সুপরিচিত। একচ্ছত্র সুখ্যাতি তিনিও ধরে রাখতে পারেননি। নেশা জাতিও পানি অভ্যাস ছাড়তে তাঁকেও সংশোধন কেন্দ্রে যেতে হয়েছে। এখন বেশ ভালো আছেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স।মাইকেল জ্যাকসন:–পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনেরও খ্যাতি অনেক। মাত্র ১১ বছরেই টপ চার্টে নাম লেখানো জ্যাকসন মাত্র ৫০ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর আগে একটা সান্ত্বনা তিনি পেয়েছেন। শিশুদের বিরুদ্ধে অনৈতিক অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তবে তদন্তে সেই অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।ড্রিউ ব্যারিমোর:যুক্তরাষ্ট্রের অভিনয় জগতের বিখ্যাত ব্যারিমোর পরিবারে তাঁর জন্ম। ড্রিউ ব্যারিমোরকে তাই মাত্র ১১ মাস বয়সে বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা গিয়েছিল শুনলেও কারও মনে বিস্ময় জাগে না। ড্রিউ শিশুকালে নেশা জগতে ছিলেন। তা জেনে অনেক ভক্তই হতাশ। ড্রিউ ব্যারিমোর অবশ্য সেই তারকা, যিনি কম বয়সে এই জগত ছেড়ে তারকা খ্যাতির শিখরে উঠেছেন।লিন্ডসে লোহান:মার্কিনদের আরেক অভিনেত্রী-গায়িকা লিন্ডসে লোহান। ''প্যারেন্ট ট্র্যাপ'' ছবিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে তারকা হয়ে ওঠার সময় বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। কিন্তু একসময় অভিনয় বা সংগীতের চেয়ে নেশা জগতে প্রবেশ করে। পরে অবশ্যই নিজেকে শোধরাতে সংশোধন কেন্দ্রেও গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু এখনও হারানো উচ্চতায় ফিরতে পারেননি।

বঙ্গ সম্মেলনে গান কন্ট্রোল

বারো বছর আগের ডেট্রয়েট বঙ্গ সম্মেলনের কথা। শেষ দিনে সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছি শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠান দেখবো বলে। পর্দা খুলতেই দেখা গেল অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গান শুরু করছেন শ্রেয়া নন, তাঁর সঙ্গের আরেক শিল্পী - অবাঙালি। তখনকার জনপ্রিয় হিন্দি গান দিয়ে তিনি অনুষ্ঠান শুরু করলেন। প্রথম গানটার পরে যেই দ্বিতীয় গানটা সবে শুরু করেছেন, দেখলাম এক কর্মকর্তা সটান মঞ্চে উঠে গেছেন। উত্তেজিত ভাবে তিনি মাইকেই সবার উদ্দেশে বললেন যে এখানে কোনো হিন্দি গান হবে না। শিল্পী মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, অনুষ্ঠান বন্ধ! ব্যাকস্টেজে শ্রেয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি উদ্যোক্তাদের। সেদিন কিছুক্ষন পরে মিটমাট হলো, শ্রেয়া মঞ্চে উঠে বাংলা এবং হিন্দি অনেক গান গাইলেন, সন্ধ্যাশেষে সবাই খুশি।পিছিয়ে যাচ্ছি - ২০০৪ বাল্টিমোর। তখন শ্রেয়ার বয়েস মাত্র কুড়ি। বাংলার নয়নের মণি ছোট্ট মেয়েটি সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরে প্রথম বঙ্গ সম্মেলনে পরপর বাংলা গান গেয়ে চলেছেন। দর্শকাসনে সবাই মন্ত্র মুগ্ধ। তখন সবে দেবদাস সিনেমা বেরিয়েছে, সবার ন্ট্রে ডোলা রে ডোলা। অনুরোধ আসছে সেই সব হিন্দি গান গাইবার। খুব বিনীত ভাবে শ্রেয়া বললেন যে এটি বঙ্গ সম্মেলন বলে তিনি বাংলা গান গাইবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, কিন্তু সবাই অনুমতি দিলে তিনি অবশ্যই হিন্দি গান গাইবেন। বলা বাহুল্য, সগর্জনে অনুমতি এসেছিলো এবং সেদিনও মাতিয়ে দিয়েছিলেন শ্রেয়া।কৌতূহল হলো বঙ্গ সম্মেলনে বলিউড শিল্পী প্রথম কবে এসেছিলেন এই তথ্য জানার। বসে পড়লাম সম্মেলনের জনক বলে যাঁকে মনে করা হয় নিউ ইয়র্কের সেই প্রবীর রায়ের সঙ্গে। বোস্টন ২০০১ সালে কুমার শানুকে নিয়ে এসেছিলো, প্রবীরদা জানালেন। তারপর শ্রেয়া, অভিজিৎ, শান, বাবুল সুপ্রিয়, বাপ্পি লাহিড়ী সবাই এসেছেন। এঁরা সবাই বলিউড শিল্পী হলেও বাঙালি। (মান্না দে-ও এসেছেন - তিনি অবশ্যই বলিউড-বাংলা এই তকমার উর্ধে)। কিন্তু বাঙালি বলিউড শিল্পী তো হাতে গোনা। তাই আমরা অন্য শিল্পী খুঁজতে লাগলাম - এলেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অলকা ইয়াগনিক, কেকে, এবার শঙ্কর মহাদেবন। প্রবীরদা এবং ওঁর মতো অনেকে মন থেকে বঙ্গ সম্মেলনে হিন্দি গানের আধিক্য মেনে নিতে পারেন না - কিন্তু উদ্যোক্তা হিসেবে দর্শকদের চাপে পড়ে বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। সম্মেলনে নতুন দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্যে একটা বলিউড কনসার্ট থাকে - ভাষা নির্বিশেষে। কথা বলতে বলতে প্রবীরদার মনে পড়ে গেলো এই বাল্টিমোরেই ২০১১র সম্মেলনের একটি ঘটনা। শ্রীকান্ত আচার্য বাংলা গান গাইছেন অনেকক্ষণ ধরে, সবাই উপভোগ করছেন। এক মাঝবয়েসী দর্শক জোরাজুরি করতে লাগলেন হিন্দি গজল গাওয়ার জন্যে। সুতরাং, বঙ্গ সম্মেলনের ভাষা বিশুদ্ধতা রাখার কোনো উপায় নেই। যে বছর যে শহরে হয় এই সম্মেলন, তাঁরা ঠিক করেন কাকে আনবেন।২০১৬ সালে বঙ্গ সম্মেলন হয় নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে। আয়োজক কালচারাল এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সিএবি নিজেরাই। থিম ঠিক হলো "ভাষাকে ভালোবেসে"। সেখানেও কমিটি ঠিক করলো সুনিধি চৌহানকে আনা হবে, জানালেন সিএবির কর্মকর্তা - বঙ্গ সম্মেলনের প্রথম থেকে আছেন যিনি, পূর্ণ ভট্টাচার্য। পূর্ণদার কথায় সেই একই প্রতিধ্বনি - বঙ্গ সম্মেলনে রেজিস্ট্রেশন বাড়ানোর জন্যে বলিউড শিল্পী ও হিন্দি নাচ-গানকে মেনে নিতেই হবে। সুনিধি চৌহান কে বেছে নেবার পর বিতর্ক হয় নি তা নয়, শেষমেশ আয়োজকরা ঠিক করেন যাঁরা সুনিধির অনুষ্ঠান দেখতে চান না, তাঁদের তিরিশ ডলার করে ফেরত দেওয়া হবে। সেরকম দর্শক খুব বেশি পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই ট্রেন্ড আর বদলানো যাবে না, স্বীকারোক্তি পূর্ণ-দার।

দেবীর অকালবোধনে দেব! প্রকাশ্যে ''সাঁঝবাতি''র ঝলক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অকালে দুর্গাপুজো করছেন দেব? আর সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন অভিনেতা নিজে! তা হঠাত এখন দুর্গাপুজো? আসলে ''রিয়েল'' লাইফ নয় ''রিল'' লাইফে দুর্গার আরাধনায় মেতেছেন অভিনেতা। ''সাঁঝবাতি'' ছবির শুটিং চলছে। আর দেব সেই ছবির শুটিংয়েই আপাতত ব্যস্ত। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবির গল্পতে যে অকালেই দুর্গাপুজোর স্বাদ নিতে পারবেন দর্শকরা, তারই ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা দেব।নুসরতের সম্প্রীতি বার্তায় মুগ্ধ ইসকন, মৌলবাদীদের ফতোয়া উড়িয়ে থাকছেন রথযাত্রায়তা কবে মুক্তি পাচ্ছে ''সাঁঝবাতি''? জানালেন স্বয়ং দেবই। চলতি বছরের বড়দিনে সিনেপ্রেমীদের উপহার হিসেবে আসছে ''সাঁঝবাতি''। তাই কেক-পেস্ট্রির সঙ্গে দুর্গাপুজোর আমেজ উপভোগ করাটা যে এক্কেবারে অন্যরকম হবে, তা হলফ করে বলাই যায়। ''সাঁঝবাতি'', এক অন্যরকম সম্পর্কের গল্প। গতে বাঁধা সম্পর্কের গল্পের ছক ভেঙে ''সাঁঝবাতি'' শোনাবে এক নতুন সম্পর্কের রসায়নের গপ্পো। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেব এবং পাওলি দাম।''সাঁঝবাতি''-তে কেমন হবে তাঁদের লুক? তাও প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন দেব। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা তাবিজ। পরনে সাদামাটা পাঞ্জাবি। গালে, বুকে হালকা সিঁদুরমাখা দেব। অন্যদিকে, আরেকটি ছবিতে দেব এবং পাওলিকে একসঙ্গে দেখা গেল চপের দোকানের সামনে ভিড় জমাতে। নীল-গোলাপি ছাপ সালোয়ারে পাওলিকে দেখা গেল এক্কেবারে ''ডি-গ্ল্যাম'' লুকে, সাধারণ এক মেয়ের চরিত্রে। দেবের পরনে অতি সাধারণ নীল টি-শার্ট। লোকসভা ভোট চলাকালীনই ''সাঁঝবাতি''-র চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হওয়ায় কথা জানিয়েছিলেন দেব।গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেব এবং পাওলি থাকলেও এছবির গল্প গড়িয়েছে একা থাকা এক প্রবীণ নাগরিককে নিয়ে। আর সেই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। বয়সকালে তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য একটি মেয়ে রয়েছে। উপরন্তু, বাড়তি দেখাশোনার জন্য আরও একটি ছেলেকে রাখা হয়। ছেলেটি খুব কট্টর। তার নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা রয়েছে। তার বাইরে যেতে চায় না সে। পরিচালক লীনার ভাষায়, ''যে বয়সে সম্পর্ক গড়ার জায়গা থাকে না, সবটাই ভাঙার খেলা সেখানে নতুন করে কীভাবে তৈরি হয় সম্পর্ক? ''সাঁঝবাতি'' বলবে তারই গল্প। যে কারণে ছবির নামের সঙ্গে শীর্ষক একটু অন্যধরনের- ছকভাঙা সম্পর্কের গল্প।'' বাস্তব ঘটনার মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির প্লট।ময় নেই, সংসদীয় এলাকা দেখাশোনার জন্য ''প্রতিনিধি'' নিয়োগ সানিরউল্লেখ্য, এইপ্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকে একসঙ্গে একছবিতে দেখা যাবে। যার নেপথ্যে লীনা-শৈবাল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন স্পেস ভাগ করে নিতে পেরে যারপরনাই আপ্লুত এবং উচ্ছ্বসিত দেব। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে শুটিংয়ের সেই আবেগঘন মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন লিলি চক্রবর্তীও। কাস্টিং প্রসঙ্গে পরিচালক শৈবাল জানান, গল্পটা যেহেতু ছকভাঙার তাই কাস্টিংটাও এই ধরনের ছক ভেঙেই করা হয়েছে।'''' নিপাট সাদাসিধে ছেলের চরিত্রে দেখা যাবে দেবকে। দেব এত দিন যে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন, ''সাঁঝবাতি''তে তাঁর চরিত্রটা পুরোপুরি আলাদা। তার ইঙ্গিত মিলল ''সাঁঝবাতি''র সেট থেকে দেবের শেয়ার করা ছবির মধ্যেই।

লাদাখে ছুটি কাটাচ্ছেন সুশান্ত সিং রাজপুত

টিনএজারদের ক্রাশ এবং বলিউডের হার্টথ্রব তিনি। কখনও অঙ্কিতা লোখণ্ডওয়ালা আবার কখনও বা কৃতী শ্যানন।তাঁর নাম জুড়েছে একের পর এক বলিউড সুন্দরীদের সঙ্গে। তিনি সুশান্ত সিংহ রাজপুত।মাস খানেক ধরেই বলি মহলে গুঞ্জন, বঙ্গললনা রিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গেই নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন সুশান্ত! বিভিন্ন রেস্তোরাঁ বা পার্টিতে একসঙ্গে ''কোয়ালিটি টাইম'' কাটাতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের।যদিও এ বিষয়ে প্রথম থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন দু''জনেই। সম্প্রতি রিয়া এবং সুশান্ত একই সময়ে লাদাখ বেড়াতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। লাদাখ ভ্রমণের পর পর পোস্টে ভরে গিয়েছে এই দুই লাভ বার্ড এর অ্যাকাউন্ট। যদিও একসঙ্গে দু''জনের কোনও ছবি পোস্ট করেননি রিয়া বা সুশান্ত।তবে মজার বিষয় কী জানেন? রিয়া তাঁর একটি পোস্টে স্থানীয় যে বাচ্চাটিকে নিয়ে ছবি দিয়েছেন, সুশান্তও তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সেই একই বাচ্চাকে নিয়ে অন্য আরেকটি পোস্ট দিয়েছেন। দুটো আলাদা মানুষের পোস্টে একই সময়ে একই বাচ্চা! নিছকই কাকতালীয় নাকি একসঙ্গেই রয়েছেন তাঁরা! প্রশ্ন জেগেছে বলি-ফ্রিকদের মনে।একই বাচ্চা কে নিয়ে ছবি সুশান্ত এবং রিয়ার২০১২-এ তেলুগু ছবি''তুনেগা তুনেগা''দিয়ে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয় রিয়ার। ২০১৩-এ''মেরে ড্যাড কি মারুতি''ছবির মাধ্যমে বলি ডেবিউ করেন তিনি। ২০১৭-এ রিয়া যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে বড় সুযোগ পান। তাদের প্রযোজনায়''ব্যাঙ্ক চোর''ও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। মুকেশ ভট্টের প্রযোজনায় ''জলেবি''ছবিতেও অভিনয় করার সময় মুকেশ ভট্টের সঙ্গেও নাম জড়িয়েছিলতাঁর।শুধুই কি ''গুড ফ্রেন্ড''? নাকি বলিউড পেতে চলেছে আরও এক সেলিব্রিটি কাপলকে? উত্তরের আশায় বলিপ্রেমীরা।

বরুণ ধাওয়ান বিয়ে করছেন ছোটবেলার সেই প্রেমিকাকেই

খোঁজখবর ওয়েব ডেস্কঃ বলিউডে তারকাদের মধ্যে বেশ প্রিয় জুটি বরুণ ধাওয়ান ও তার প্রেমিকা নাতাশা দালাল। ছোটবেলা থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। কলেজ জীবনে এসে সম্পর্কটি রুপ নেয় ভালোবাসায়।সেই সম্পর্ক উপভোগ করছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই। এবার তার পরিণতি হতে যাচ্ছে বিয়ে দিয়ে। জানা গেছে, খুব শিগগিরই বাজবে বরুণের বিয়ের সানাই। গত বছরের নভেম্বর থেকেই বলিপাড়ায় বরুণ ধাওয়ান ও তার ছোটবেলার বন্ধু-প্রেমিকা নাতাশা দালালের বিয়ের গুঞ্জন

উঠে। সে সময় করণ জোহারের ''কফি উইথ করণ'' অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পেশায় পোশাক ডিজাইনার নাতাশার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন বরুণ। এমনকি ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথাও জানান।সম্প্রতি বরুণের বাবা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান সংবাদমাধ্যমে ছেলের বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেখানে তিনি জানান, আসছে বছরই বিয়ে করবেন তার ছেলে।তিনি আরও বলেন, ''বরুণ এখন বেশ জনপ্রিয়। তার হাতে অনেক কাজ। তবুও সে বিয়ের কথা ভাবছে এটা পরিবারের জন্য আনন্দের সংবাদ। আমরা বেশ ধুমধাম করেই ছেলের বিয়ে দেবো। সময়মতো সবই জানানো হবে। তবে তার আগে কেউ কোনো বাজে গুজব ছড়াবেন না।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স, জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর ণং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে।

উল্লেখ্য, হাজার হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন, কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেকরাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

কেমন আছেন এবং বর্তমানে এখন কি করছেন অভিনেত্রী রিমি সেন?

রিমি সেনের কথা মনে পড়ে? রিমি সেনের পারিবারিক নাম শুভমিত্রা সেন। ১৯৮১ সালে কলকাতায় জন্ম তার। ২০০৩ সালে ''হাঙ্গামা'' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।এরপর ২০০৪ সালে বিগ বাজেট ছবি ''ধুম'', ২০০৫ ''কিউ কি'' ও ''গরম মাশালা'', ২০০৬ ''গোলমাল'' মুক্তি পায় এবং ছবিগুলো বেশ সাড়া ফেলে। মিষ্টি মেয়ে রিমির রূপের জাদুতে মুগ্ধ হন দর্শক। কিন্তু পরবর্তীতে এই অভিনেত্রীর ''জনি গাদ্দার'', ''দে থালি'', ''সঙ্কট সিটি'', ''হর্ন ওকে প্লিজ''ছবিগুলো সাড়া জাগাতে পারেনি।এরপর আর বলিউডে খুঁজে পাওয়া যায়নি রিমিকে। যদিও ২০১৫ সালে ''থ্যাঙ্ক ইউ''ছবির মাধ্যমে বলিউডে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।এরপর অভিনয়ের ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে হাজির হন রিমি। ২০১৭ সালে বিজেপির শীর্ষনেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের উপস্থিতিতে দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন এই অভিনেত্রী।

সে সময় রিমি বলেছিলেন, ''শুধু আমি নয়, সমস্ত ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে অনুপ্রাণিত। পার্টির যেখানেই প্রয়োজন হবে, আমি যাব। সরকার আমাদের একটি দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা সেটা পূর্ণ করব।''বাঙালি হওয়ায় ফলে রিমিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভা ভোটে লড়ার টিকিট দেবে বিজেপি অনেকেই এমন ধারণা করেছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি।ক্যারিয়ারের শুরুতে মুম্বাই এসে প্রথমে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে সুযোগ পান রিমি। আমির খানের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের একটি বিজ্ঞাপনের পরই নজরে আসেন তিনি। তার প্রথম চলচ্চিত্র তেলুগু ''নী থড়ু কাভালি। আর বলিউডের অভিষেক ছবি ''হাঙ্গামা

এক গ্লাস কমলালেবুর রস সুস্থ রাখবে হৃদযন্ত্রকে

প্রতিদিন এক গ্লাস কমলা লেবুর রস আপনাকে স্ট্রোকের আশঙ্কা থেকে বেশ অনেকটাই সুরক্ষিত রাখতে পারে বলে এক সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশনে। সেখানে দেখানো হয়েছে যারা প্রত্যেকদিন কমলা লেবুর রস খান তাদের ক্ষেত্রে ব্রেনে ক্লটের সমস্যা ২৪ু কম হয়।ডেইলি মেইল''-এর রিপোর্টে প্রকাশিত।যারা নিয়মিত কমলা লেবুর রস খান তাদের মধ্যে ১২ থেকে ১৩ু হার্টের রোগে ভোগার আশঙ্কা কম হয় বলে জানা গিয়েছে। কারণ কমলালেবুর রস আর্টারির ক্ষতিকে আটকাতে পারে।গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, চিনি থাকলে সেই কমলা লেবুর রস স্ট্রোক আটকানোর ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না। নেদারল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক হেলথের গবেষকরা বলেছেন, ''''টাটকা কমলালেবুর রস খাওয়ার সঙ্গে স্ট্রোক আটকানোর একটা ভালো সংযুক্তিকরণ আমাদের চোখে পড়েছে।

শনিবার কার্গিল দিবসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

বিরোধী মতকে সমর্থন করে বিজেপির রোষের মুখে চন্দ্র বসু

কলকাতা, ২৪ জুলাই (হি. স.) : দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের রোষের মুখে পড়েছেন বিদ্বজ্জনদের একাংশ । কিন্তু বিজেপি নেতা চন্দ্র বসু এই ঘটনায় তাঁদের সমর্থন করেছেন । এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে উ জাতীয়তাবাদীদের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি।

চন্দ্র বসু বলেছেন, 'বিদ্বজ্জনেরা যে বিষয় নিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে, তা সমর্থন করি। এবং আশা রাখি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে নিশ্চয় যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।' ফেসবুকে চন্দ্রবাবুর পোস্ট-এর প্রেক্ষিতে রামকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "যখন গণধোলাইয়ে আরএসএস কর্মীর মৃত্যু হয়, তখন আপনারা কোথায় থাকেন?" প্রেমকুমার শরাফ বলেন, "যখন হিন্দুদের মুসলিম গণধোলাই দেয়, তখন কী করেন আপনারা? লোকসভায় আজম খান যা করলেন, আপনারা কিছু বললেন না তো!"

বুধবার অসহিষ্ণুতার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা। ওই এই চিঠিতে সই রয়েছে মণিরত্নম, অনুরাগ কাশ্যপ, আদুর গোপাল কৃষ্ণণ, বিনায়ক সেন সহ আরও অনেকেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সই করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, গৌতম ঘোষ, অনুপম রায় প্রমুখ প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু বিবৃতি নয়, হিংসাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

এই চিঠি পাঠানোর পরই নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেনের দাবি, বুধবার রাতে তাঁকে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। যদিও তা মানতে নারাজ বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে চন্দ্র বসু রীতিমতো সমালোচনা করে বলেছেন, 'এই প্রতিবাদের সঙ্গে কোনও ধার্মিক দৃষ্টিকোণ লুকিয়ে নেই। অপরদিকে যারা গণপিটুনি দিচ্ছে, তাঁরাও ধর্ম সম্মান জানিয়ে এমনটা করছে, তা ভাবলে ভুল ভাবা হবে।' গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেন, "চন্দ্র বসু কি উন্মাদ? উনি ৪৯-এর দলে ? তবে কেন দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি-র হয়ে ভোটে দাড়িয়েছিলেন?"

শিলিগুড়ি ও কলকাতায় তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত ১২.৫ কেজি সোনা, ধৃত সাত

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.) শিলিগুড়ি এবং কলকাতা তল্লাশি চালিয়ে ৪.৪ কোটি টাকা মূল্যের সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)। গ্রেফতার করা হয়েছে সাতজনকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১২.৫ কিলোগ্রাম সোনা।

গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে শুক্রবার ভিআইপি রোডের কৈখালি থেকে সুজিত রক্ষিত, সঞ্জীব রক্ষিত এবং মিলন স্বর্ণকারের কাছ থেকে ৬.৫ কিলোগ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেরায় ধৃতরা জানায় বাসে করে এই সোনাগুলি নিয়ে তারা বাগদা থেকে হাওড়া দিকে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ থেকে সোনাগুলি পাচার হয়ে এই দেশে এসেছে। কলকাতার এক ব্যক্তির কাছে সোনাগুলি পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের। জেরার পর ধৃতদের গ্রেফতার করে ওইদিন আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারি আধিকারিকেরা জানিয়েছেন যে সোনার বাটগুলিকে পাচারকারীরা বিশেষ ভাবে তৈরি নিজেদের বেল্টে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে শুকবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা সরাইঘাট এক্সপ্রেস থেকে ৬ কিলোগ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে ডিআরআই। এক মহিলা সহ চারজনকে জেরা করে জানা গিয়েছে যে তারা গুয়াহাটিতে কামাক্ষ্য মন্দিরে পুজো দিতে

ছয়ের পাতায়

বন্যাবিধ্বস্ত অসমের পাশে দাঁড়াল উত্তরাখণ্ড সরকার

দেহরাদুন, ২৭ জুলাই (হি.স.) : বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের ১৭টি জেলার ২০৭৮ গ্রামের ২৭.১৫ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উত্তরপূর্বের এই রাজ্যের পাশে এসে দাঁড়াল উত্তরাখণ্ড সরকার।

শনিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত ঘোষণা করেন যে বন্যা বিধ্বস্ত অসমের জনগণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে পাঁচ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করা হবে। অসমে ভয়াবহ প্লাবনে যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবারবর্গের প্রতি শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে অসমবাসী যে কঠিন পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা অবগত। তাদের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছি। দুর্যোগের এই সময়ে অসমবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে উত্তরাখণ্ড। বন্যাত্রাণের পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

শুক্রবার অসমের বন্যায় আরও পাঁচজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বন্যাবিধ্বস্ত কয়েকটি জেলায় জলে নামতে শুরু করলেও মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০।

২৯ জুলাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন ইয়েদুরাপ্পা, বিধানসভার দু'কিলোমিটার মধ্যে ১৪৪ ধারা

বেঙ্গালুরু, ২৭ জুলাই (হি.স.): আস্থাভোটের নাটক আপাতত বজায় রইলউ শুক্রবার সন্ধ্যায় তড়িঘড়ি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির পরিষদীয় নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পাউ শপথ নিলেন আস্থা ভোটের মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকেউ ২৯ জুলাই, সোমবার সকাল দশটা নাগাদ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন ইয়েদুরাপ্পাউ আস্থাভোটের জন্য ২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারাউ শনিবার বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অলোক কুমার জানিয়েছেন, '২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারাউ'দীর্ঘ নাটকের পর কর্ণাটকে লক্ষ্যপূরণ হয়েছে বিজেপিরউ শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ চতুর্থ বারের জন্য কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বি এস ইয়েদুরাপ্পাউ মুখ্যমন্ত্রী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে ইয়েদুরাপ্পাকেউ গত বৃহস্পতিবার তিন বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়ার পর কর্ণাটক বিধানসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২২উ সোমবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য বিজেপির দরকার ১১২ জনের সমর্থনউ কিন্তু, চার দিন আগেই আস্থাভোটে বিজেপি পেয়েছে ১০৫টি ভোটউ তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার আগে যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছে কন্নড় গেরুয়া শিবিরউ

পুলওয়ামায় ভোররাতে আইইডি বিস্ফোরণ, জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.) : ভোররাতে বিস্ফোরণের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল দক্ষিণ কাশ্মীরের আরিহাল-পুলওয়ামা রোডে। তার জেরে শনিবার পুলওয়ামায় তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। সামরিক পরিভাষায় এই ধরণের চিরুনি তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এণ্ড সার্চ (কেসো) বলা হয়। বাতিল করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আইইডি দিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গিকে আটক করতে পারেনি নিরাপত্তা বাহিনী।

অন্যদিকে, কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) উ রাতভর অভিযান শেষে, জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদী উ শোপিয়ান জেলার বোনাবাজার এলাকার ঘটনা উ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত দু'জন সন্ত্রাসবাদী জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার ছিল উ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের শীর্ষ জেইএম কমান্ডার মুন্না লাহোরি ওরফে বিহারী এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী উ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

কৃষক আত্মহত্যায় যোগী সরকারকে আক্রমণ প্রিয়াংকার

লখনউ, ২৭ জুলাই (হি. স.) : 'বুন্দেলখণ্ডের কৃষকদের প্রতিদিন হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ কেমন কৃষিনীতি এবং ঋণ মকুবের কি ধরনের পরিকল্পনা, যেখানে কৃষকদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই?!', কৃষক আত্মহত্যায় উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকারকে এমন আক্রমণই করলেন প্রিয়াংকা গান্ধী বঢরা। মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকে শনিবার সকালে হিন্দিতে টুইট করেন প্রিয়াংকা।

ছয়ের পাতায়

প্রয়াণ দিবসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী ড. এপিজে আব্দুল কালামকে স্মরণ উত্তরপূর্বের

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : গোটা দেশের সঙ্গে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণও বিজ্ঞানী তথা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় এপিজে আব্দুল কালামকে শনিবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আজ মহান এই ব্যক্তির পঞ্চম প্রয়াণ দিবস। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু মহান বিজ্ঞানী তথা প্রাক্তন রাষ্টপতিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

২০১৫ সালের ২৭ জুলাই মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট শিলং-এ 'লাইভ্যাবল প্ল্যানেট আর্থ' শীর্ষক সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সে সময় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে শিলঙের সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেদিন রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মিসাইলম্যান আবুল পকির জয়নুল আবেদিন আব্দুল কালাম।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর ট্যুইট হ্যান্ডলে মহান বিজ্ঞানীকে স্মরণ করেছেন। ড় কালামের বিখ্যাত একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে কিরেন লিখেছেন, 'লুক অ্যাট দ্যা স্কাই। উই আর নট অ্যালোন। দ্যা হোল ইউনিভার্স ইজ ফ্রেন্ডলি টু আস অ্যান্ড কনসপায়ার্স অনলি টু গিভ দ্যা বেস্ট টু দোজ হু ড্রি অ্যান্ড ওয়ার্ক।'

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রগতি এবং ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী ড় এপিজে আব্দুল কালামের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে। ইসরো-য় দীর্ঘদিন কাজ করার পর ড. কালাম প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে দশ বছর কর্মসম্পাদন করেছেন। ওই সময়কালে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে অগ্নি এবং পৃথ্বী মিসাইল নির্মাণে তাঁর অবদান ছিল প্রধান। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের কৃতী পুরুষ ড় এপিজে আব্দুল কালাম ২০০২ সালের ২৫ জুলাই ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি পদে শপত গ্রহণ করেছিলেন।

বিজ্ঞান প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে আব্দুল কালামকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' প্রদান করা হয়েছিল।

আজও প্রতিটি ভারতীয়ের মনে আব্দুল কালামের কর্মরাজি, দেশের প্রতি সর্বোচ্চ সমর্পণ ও উপদেশ বাণীসমূহ সজীব।

বাংলাদেশকে হারিয়ে অবসর নিলেন শ্রীলঙ্কার তারকা পেসার লাসিথ মালিঙ্গা

কলম্বো, ২৭ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। কেরিয়ারের শেষদিনও কামাল করলেন শ্রীলঙ্কান তারকা। বাংলাদেশকে ৯১ রানে হারিয়ে ফেয়ারওয়েল ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন তিনি। অবসর নেওয়ার আগে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার সময় ফুরিয়েছে। আমার মনে হয় একদিনের কেরিয়ারের থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। গত ১৫ বছর ধরে শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলছি। এবার বিদায় নেওয়ার পালা।"

অবসরের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিলেন আগেই। ঘরের মাঠে খেলেই বিদায় নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই মতোই কলম্বোয় ম্যাচ শেষে সতীর্থদের গার্ড অফ অনারের মধ্যে দিয়ে বাইশ গজকে আলবিদা জানালেন। এদিনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিজের চেনা ছন্দেই ধরা দিয়েছিলেন তিনি। ৩৮ রান দিয়ে তুলে নেন তিনটি উইকেট। বিদায়ের পরই টুইটারে তাঁর আগামীদিনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যরা। তবে শ্রীলঙ্কার বাইরে ভারতেও রয়েছে একটি বড় পরিবার রয়েছে মালিঙ্গার। বর্তমানে তিনি আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পরিবারের সদস্য।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে অভিষেক ঘটেছিল। দেশের হয়ে ২২৬টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ঝুলিতে ৩৩৮ উইকেট ভরে বিশ্বের নবম উইকেটপ্রাপক হিসেবে কেরিয়ার শেষ করলেন মালিঙ্গা। টপকে গেলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক অনিল কুম্বলেকেও।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরা সিপিএম দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

আজমের বিদ্বেষমূলক মন্তব্য : সপা সাংসদকে তীব্র ভর্ৎসনা বিহার মহিলা কমিশনের

পাটনা, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিজেপি-র মহিলা সাংসদ রমা দেবীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করে বিড়ম্বনা যথেষ্ট বাড়ছে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আজম খান-এর। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ইতিমধ্যেই তীব্র ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন আজম খান। এবার সমাজবাদী পার্টির "বিতর্কিত" এই সাংসদকে তিরস্কার করল বিহার মহিলা কমিশনও। রমা দেবীর প্রতি আজম খানের অশালীন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিহার মহিলা কমিশন-এর চেয়ারপার্সন বলেছেন, "ওই মন্তব্য সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। আজম খানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে আমরা অনুরোধ করবো। সংসদের একজন সদস্য যিনি মহিলাদের সম্মান করতে পারেন না, তিনি সংসদে থাকার যোগ্য নন।"

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লার অনুপস্থিতিতে স্পিকারের চেয়ারে বসা বিজেপি-র মহিলা সাংসদ রমা দেবীর উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের রামপুরের সাংসদ আজম খান।

সংসদে তখন তিন তালাক বিল নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল। সেই সময় আজম খান আচমকা বলে ওঠেন, ""আপনাকে আমার এত ভালো লাগে যে, আপনার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বড় ইচ্ছা করে।" এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন সাংসদ রমা দেবী। এভাবে সংসদে কথা বলা যায় না বলে তিনি গর্জে ওঠেন। তারপর সামলে নিয়ে আজম খান বলেন, "আপনি আমার বোনের মতো।"

লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা সাংসদ আজম খানকে ক্ষমা চাইতে বলেন। আজম খান ক্ষমা চাওয়া তো দূরের ব্যাপার, উল্টে জানান, "পদত্যাগ করতে পারি, যদি অসংসদীয় কথা বলে থাকি।" অশালীন এই মন্তব্যের জেরে আপাতত অস্বস্তিতে আজম খান।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত মুম্বই ও শহরতলি, ব্যাহত রেল-বিমান পরিষেবা

মুম্বই, ২৭ জুলাই (হি.স.): প্রবল বর্ষণে ফের নাজেহাল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। রাতভর অবিরাম ফের জলমগ্ন মুম্বই ও শহরতলি। ইতিমধ্যেই জল জমেছে মুম্বইয়ের চেম্বুর, সিওনের গান্ধী মার্কেট প্রভৃতি এলাকায়। মুম্বই শহরের প্রতিটি নিচু এলাকা জলমগ্ন। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় সপ্তাহের অন্তিম কাজের দিনে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে অফিস যাত্রীদের। প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত হয় রেল ও বিমান পরিষেবাও। সেন্ট্রাল রেলের ডিআরএম জানিয়েছেন, বদলাপুর ও ওয়াঙ্গানীর মাঝে আটকে পড়ে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস। আটকে পড়েন প্রায় ২০০০ জন যাত্রী। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণেই মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বাতিল করা হয় ৭টি বিমান। এছাড়াও ৯টি বিমানকে অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আরও ২৪ ঘন্টা প্রবল বৃষ্টি হবে মুম্বই ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায়। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণের ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সেই কারণে প্রশাসনের তরফে মুম্বইয়ের বিভিন্ন সৈকতে দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পর্যটকেরা যাতে সমুদ্রের খুব কাছাকাছি না যান, সে ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আইএমডি মুম্বইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মুম্বই শহরতলিতে ১৫০-১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র নয়, প্রবল বর্ষণে নাজেহাল উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় শনিবার দেহরাদূনের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে চেনাব নদী।

সোমবার উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেবেন আনন্দীবেন প্যাটেল

লখনউ, ২৭ জুলাই (হি.স.) : আগামী ২৯ জুলাই সোমবার উত্তরপ্রদেশের ২৫তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেবেন আনন্দীবেন প্যাটেল। ওইদিন বেলা ১২টা ৩০মিনিট নাগাদ লখনউর রাজভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপাল রাম নায়েকের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন তিনি।

সোমবার সকাল ৯টা ৩০মিনিট নাগাদ লখনউ বিমানবন্দরে অবরতরণ করবেন আনন্দীবেন প্যাটেল। সেখানে তাঁকে প্রথা অনুযায়ী স্বাগত জানাবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগ আদিত্যনাথ। পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। সরোজিনী নাইডুর পর তিনি উত্তরপ্রদেশের দ্বিতীয় মহিলা রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন। উত্তরপ্রদেশ যখন ইউনাইটেড প্রভিন্স ছিল তখন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২রা মার্চ ১৯৪৯ পর্যন্ত রাজ্যপাল ছিলেন সরোজিনী নাইডু।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্ব পান গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন প্যাটেল। এবার মধ্যপ্রদেশ থেকেই বদলি হয়ে উত্তরপ্রদেশে আসছেন তিনি। অন্যদিকে প্রথা অনুযায়ী ওইদিন রাম নায়েককে দুপুর ২টো ৪৫মিনিট নাগাদ বিমানবন্দরে বিদায় জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগ আদিত্যনাথ।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলায় বিভিন্ন এলাকায় নর্দমা পরিস্কারের কাজ শুরু হয়েছে জোর কদমে। ছবি- নিজস্ব।

আটকে যাওয়া মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার ৫০০ জন যাত্রী, তৎপর মুখ্যমন্ত্রী

বদলাপুর (মহারাষ্ট্র), ২৭ জুলাই (হি.স.): ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের বদলাপুর ও ভানগানির মাঝে আটকে পড়েছে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসঊ মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরেই আটকে পড়েন কমপক্ষে ৭০০ জন যাত্রীঊ জাতীয় বিপর্যয় মোকবিলা বাহিনী, আরপিএফ, সিটি পুলিশ (এনডিআরএফ) এবং নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে এখনও পর্যন্ত শিশু ও মহিলা-সহ মোট ৫০০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছেঊ উদ্ধারকার্যে ব্যক্তিগতভাবে নজরদারি করার জন্য মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী)-এর চারটি দল আটটি বোটের সাহায্যে আটকে পড়া যাত্রীদের সরিয়ে আনার কাজ চালাচ্ছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বেহাল অবস্থা মুম্বই ও মুম্বই শহরতলির। অবিরাম বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তরও বেড়ে গিয়েছে। ভারী বর্ষণের জেরে অম্বরনাথ-বদলাপুর-ভানগানি এলাকায় উল্লাস নদীর জল এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছেঊ রেললাইন ও সংলগ্ন এলাকায় এতটাই জল জমে গিয়েছে যে, ট্রেনের ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছেঊ দীর্ঘ সময় ধরে পানীয় জলের সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন যাত্রীরাঊ মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) জানিয়েছেন, 'মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের কাছে অনুরোধ ট্রেনের বাইরে বেরোবেন নাঊ নিরাপদ জায়গাতেই রয়েছে ট্রেনটিঊ আপনাদের সুবিধার্থে রেল কর্মী, আরপিএফ এবং পুলিশ ট্রেনের মধ্যেই রয়েছেঊ একটু অপেক্ষা করুন।' ঘন্টা খানেকের মধ্যেই, যে স্থানে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে পৌঁছয় এনডিআরএফ, আরপিএফ ও সিটি পুলিশের জওয়ানরা। উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের কাছে পৌঁছয় তিনটি বোট।

আহত চার

● **প্রথম পাতার পর**

সামাল দিতে পারেনি চালক। তাঁদের আরো অভিযোগ, রাস্তার কারণে এই এলাকায় বহু দূর্ঘটনার ঘটেছে।

সম্ভাব্য ভোটের হার

● **প্রথম পাতার পর**

ভোটারদের লাইন ততই কমেছে। তিনি বলেন, দুপুরের আবারও অনেক বুথে ভোটারদের লাইন বেড়েছে বলে খবর মিলেছে। তবে, সর্বত্রই উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে।

হল উষ্ণ অভ্যর্থনা

● **প্রথম পাতার পর**

আজ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। এছাড়াও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

আজ তাঁর সাথে স্ত্রী, দুই পুত্র সহ আত্মীয় স্বজনরা এসেছেন। আগামী সোমবার তিনি রাজ্যপাল পদে শপথ নেবেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধৃত সাত

পাচের পাতার পর

গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা হাওড়া দিকে যাচ্ছিল। ধৃতদের কাছ থেকে ৩৬টি সোনার বাট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওজন করে দেখা গিয়েছে প্রায় ৬ কিলোগ্রাম। বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনাগুলি বিদেশ থেকে পাচার হয়ে এই দেশে এসেছে। শনিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের নাম বাপি বৈরাগী, নূতন বৈরাগী, অসীম সিনহা, কুমকুম সিনহা।

বললেন আইনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

গুলিতে অভিযুক্তদের আগামী সোমবার সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন। তাঁর দাবি, আমরা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করি তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন পূরণ হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে খাল কেটে কুমির এনেছেন। কারণ, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে তারা সবসময় চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহৎ কোন ঘটনা না ঘটলেও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। সাথে জানিয়েছে, এ বছর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস অতীতের তুলনায় কম হয়েছে।

বামফ্রন্ট

● **প্রথম পাতার পর**

নির্দল প্রার্থীর উপর হামলা চালানো হয়েছে। তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাতচাঁদ, বিলোনীয়া, শান্তিরবাজারে কোনও বুথে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, বেজিমারা, বড়নারায়ণ, ঘ্রাণতলী, কাঠালিয়া প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকহারে শাসক দল বুথ দখল করেছে। শুধু তাই নয়, জিরানীয়া শচীন্দ্রনগর কলোনীতে বেলা ১১টার পর ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। উদয়পুরেও বামপন্থীদের ভোটারদের কাছ থেকে ভোটার স্লিপ ছিনিয়ে নিয়ে শাসক দলের সমর্থকরাই ভোট দিয়েছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, কৈলাসহরের ডুলুগাঁওয়ে বিরোধীদের ভোটদানে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চন্ডীপুর, মোহনপুর, বামুটিয়া সহ সর্বত্রই ভোটে কারচুপি করা হয়েছে।

জগত প্রকাশ নাড্ডা

তিনের পাতার পর

অন্যদিকে বিজেপিই একমাত্র দল যেখানে একজন সাধারণ কর্মীও শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে।

এদিনের সভায় জগত প্রকাশ নাড্ডা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের শেষেদিকে হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে দলের শক্তি সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করতে তাঁর এই দুই দিনের সফর হরিয়ানায়

বহু ঘর-বাড়ি

তিনের পাতার পর

স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার সকালে প্রথমে ৫.৪ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ফিলিপিন্সেঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ইতবায়াত থেকে প্রায় ৯ মাইল (১৪ কিলোমিটার) দূরেঊ ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পরই ৫.৯ ও ৫.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়ঊ শক্তিশালী ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে-প্রাণভয়ে বহু মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ানঊ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘর-বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনেরঊ আহতের সংখ্যা ৬০-এরও বেশিঊ বহু ঘর-বাড়িতে আবার ফাটল ধরে গিয়েছে।

বেন স্টোকস

দুইয়ের পাতার পর

জাতীয় নির্বাচক এড স্মিথ বলেন, 'ঘরের মাঠে ১৪ জনের দল বেছে নেওয়াটা স্বাভাবিক নয়। তবে কয়েক জনের চোটের কারণে এটা আমাদের করতে হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বকাপে খেলা কয়েক বোলারের উপর আমাদের নজর ছিল।'

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের ইংল্যান্ড দল: জো রুট (অধিনায়ক), বেন স্টোকস (সহ-অধিনায়ক), মইন আলি, জেমস অ্যান্ডারসন। জোফরা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, ররি বার্নস, জোস বাটলার, স্যাম কারেন, জো ডেনলি, জেসন রয়, ওলি স্টোনস এবং ক্রিস ওকস।

শোপিয়ানে বড়সড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, এনকাউন্টারে খতম দু'জন জইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)ঊ রাতভর অভিযান শেষে, জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদীঊ শোপিয়ান জেলার বোনাবাজার এলাকার ঘটনাঊ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত দু'জন সন্ত্রাসবাদী জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার ছিলঊ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের শীর্ষ জেইএম কমান্ডার মুন্না লাহোরি ওরফে বিহারী এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার বোনাবাজার এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত থেকেই ওই এলাকায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপঊ রাতভর অভিযান শেষে, শনিবার সকালে গোপন জায়গা থেকে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরাঊ কড়া প্রত্যাঘাত করেছে সুরক্ষা বাহিনীওঊ দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারে খতম হয়েছে দু'জন জেইএম সন্ত্রাসবাদীঊ গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

কোয়েম্বাটুরে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, চালক-সহ মৃত্যু পাঁচজন যাত্রীর

কোয়েম্বাটুর (তামিলনাড়ু), ২৭ জুলাই (হি. স.): বেপরোয়া গতির জের! তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন 'অভিশপ্ত' গাড়ির আরোহী পাঁচজন যাত্রীঊ শনিবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোয়েম্বাটুরের সুলুরের কাছেঊ দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার সকালের সুলুরের কাছে ৪৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে চালক-সহ পাঁচজন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পাঁচজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়িটি, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশঊ তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, নীল রঙের গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল, সেই কারণে নিয়ন্ত্রণ ট্রাকের সামনে ধাক্কা মারেঊ

আফগানিস্তানে ফের তালিবান হামলা : গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ৪ জনের, জখম কমপক্ষে ২০ জন

কাবুল, ২৭ জুলাই (হি.স.): তালিবান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হামলায় আবারও রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানঊ আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন আফগান সুরক্ষা বাহিনীর ৪ জন জওয়ানঊ এছাড়াও কমপক্ষে ২০ জন গুরুতর জখম হয়েছেনঊ গজনী প্রদেশের প্রাদেশিক পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী শনিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ গজনী প্রদেশের আব বন্দ জেলা বিল্ডিংয়ের প্রথম গেটের কাছে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় তালিবান সন্ত্রাসবাদী (আত্মঘাতী বোমারু)ঊ

গজনী-র পুলিশ প্রধান খালিদ ওয়ারডাক জানিয়েছেন, গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠেঊ বিস্ফোরণের সময় ওই স্থানে উপস্থিত ছিলেন আফগান সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরাঊ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন জওয়ানঊ এছাড়াও কমপক্ষে ২০ জন জখম হয়েছেনঊ বিস্ফোরণের পরই দায় স্বীকার করেছে তালিবান জঙ্গি সংগঠন

আক্রমণ প্রিয়াংকার

পাচের পাতার পর

বুন্দেলখণ্ডে গত কয়েকদিনের কৃষক হত্যা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও নিজের টুইটে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। পূর্ব উত্তর প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিয়াংকা এদিন টুইট করে যোগী সরকারকে আক্রমণ করে লিখেছেন, 'কৃষকেরা ফসল ফলান, কিন্তু তার ন্যায্য মূল্য পান না। দুর্ভিক্ষ আসে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।'

বিবাহিত যুবক

আটের পাতার পর

উপস্থিত হন মাতাব। সেখানেই পূর্ব ছক অনুযায়ী রাত ১২টা নাগাদ তাকে পাথারকান্দি থানার এসআই প্রকাশ ডেকার নেতৃত্বে পুলিশের এক দল গ্রেফতার করে। আজ শনিবার ধৃতকে করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হলে বিচারকের নির্দেশে তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

খুনের কাহিনী

আটের পাতার পর

ঝামেলা মিটে গেলেও মনে রাগ পুষে রেখেছিল দিলীপঊ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে সেখান থেকে সঞ্জয় হালদারের বাইকের পিছু নেয়ঊ এরপরে রিমাউন্ট রোডে সুযোগ বুঝে ধাক্কা মারে সঞ্জয়বাবুর বাইকটিকেঊ বাইক আরোহী বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গেলে তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায় দিলীপের গাড়িটিঊ মাথায় গুরুতর চোট নিয়ে সিএমআরআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সঞ্জয়বাবুকেঊ সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁরঊ

পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ জানানো হলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েই তদন্ত ভার যায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের হাতে।এরপর তদন্তে নেমে ট্রাফিক পুলিশ ওই এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারেন এটা কোনও দুর্ঘটনা নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই খুন করা হয়েছে সঞ্জয় হালদারকেঊ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ওই গাড়িটি ও চালককে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর সে নিজের দোষও স্বীকার করে নেয়।

দুষলেন রাজ্যপাল

আটের পাতার পর

করার দায়িত্বে থাকেন রাজ্যপাল। তিনি বিদায়বেলায় এই অভিযোগ না করে আগেই সরব হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

এদিকে রাজ্যপালের মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএম প্রতিক্রিয়ায় কার্যত বিজেপিকেই আক্রমণ করেছে। এদিন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী পালটা অভিযোগ তুলে বলেন, তোষণ রাজনীতির প্রতিযোগিতায় মেতেছে বিজেপি ও তৃণমূল। একদিকে যেমন বাংলার অবস্থা খারাপ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, তেমনি বিজেপির হিন্দুত্ব তোষণেও শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আরএসপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি আজকের নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘ দিন ধরেই এ রকম হচ্ছে। এর জন্য তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় দলের ভোট রাজনীতি দায়ী। রাজ্যপাল এ রকম মন্তব্য করে প্রমাণ করলেন যে উনি বিজেপি-র রাবারস্ট্যাম্প।

ন'জন ভারতীয় নাবিককে মুক্তি দিল ইরান

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে ইরানের জেলে থাকা ৯ ভারতীয় নাবিক মুক্তি পেলেন। গত ১৩ জুলাই হরমুজ প্রণালীতে জ্বালানি চোরাচালানের দায়ে এমটি রিয়াহ নামে পানামার একটি তেলবাহী জাহাজ আটক করেছিল ইরানের উপকূলরক্ষী বাহিনী। সেই জাহাজের বন্দি ১২ জন ভারতীয় কর্মীর মধ্যে ৯ জনকে মুক্তি দিল ইরান।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রাবিশ কুমার জানিয়েছেন, নয়জন ভারতীয় নাবিককে মুক্তি দিয়েছে ইরান। অতি শীঘ্রই তাঁরা দেশে ফিরে আসবেন। তেহরানের কাছে বাকি তিন বন্দি নাবিককেও মুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে, ১৯ জুলাই হরমুজেই আটক ব্রিটিশ ট্যাঙ্কার জাহাজ 'স্টেনা ইম্পেরো'-র ১৮ জন ভারতীয় নাবিকের সঙ্গে যাতে ভারতীয় দূতাবাস যোগাযোগ করতে পারে, তারও অনুমতি দিয়েছে তেহরান। প্রসঙ্গত, ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। 'শান্তিপূর্ণ' কাজের জন্য তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার কথাও বলেছে ইরান। পালটা সৌদি আরবে ফৌজ মোতায়েন করে ও পারস্য সাগরে রণতরী পাঠিয়ে জবাব দিয়েছে আমেরিকা।

উল্লেখ্য, জুলাইয়ের গোড়ায় ভূমধ্যসাগরের জিব্রাল্টার প্রণালীতে ইরানের একটি ট্যাঙ্কার আটক করে ব্রিটিশ নৌসেনা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা না মেনে সেই ট্যাঙ্কারে সিরিয়ায় তেল পাঠাচ্ছিল ইরান। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রতিশোধ নিতেই স্টেনা ইম্পেরো আটক করে রেখেছে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড। ইরানে আটক 'গ্রেস-১' জাহাজেও ২৪ জন ভারতীয় কর্মী রয়েছেন। সম্প্রতিই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ভারতীয় দূতাবাস। গত বুধবারই সেই অনুমতি দেওয়া হয় ভারতকে। বিদেশমন্ত্রকের দাবি, এঁদেরও শীঘ্রই ফেরানো নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলছে।

ইয়েদুরাপ্পার শপথগ্রহণ অসাংবিধানিক, দাবি সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৭ জুলাই (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিএস ইয়েদুরাপ্পা শপথগ্রহণ একেবারে অসাংবিধানিক। শনিবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস সিদ্দারামাইয়া। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, অসাংবিধানিক উপায়ে শপথ নিয়েছেন বিএস ইয়েদুরাপ্পা। রাজ্যপালের কার্যালয়কে অপব্যবহার করা হয়েছে। বিজেপির কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। বিধানসভায় সব মিলিয়ে আসন যেখানে ২২১। সেখানে বিজেপির কাছে রয়েছে ১০৫টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দরকার ১১১। জনগণের জয় নয় ঘোড়া কেনাবেচা করে জিতেছে বিজেপি। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, 'তারা ফিরে আসবে কিনা জানি না। তবে আস্থাভোটে উপস্থিত থাকলে কুমারস্বামীর সরকার পড়ে ক্ষমতাচ্যুত হত না।' উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার আস্থাভোটে হেরে যাওয়ার তিনদিন পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজেপির বিএস ইয়েদুরাপ্পা। ২৯ জুলাই আস্থাভোট হবে কর্ণাটকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে ২৯ জুলাই, সোমবার সকাল দশটা নাগাদ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন ইয়েদুরাপ্পা ঊ আস্থাভোটের জন্য ২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারাঊ শনিবার বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অলোক কুমার জানিয়েছেন, '২৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে ৩০ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার (বিধানসৌধ) ২ কিলোমিটারের মধ্যে জারি থাকবে ১৪৪ ধারা।

ফরিদাবাদে গাঁজা সহ গ্রেফতার দুই যুবক

ফরিদাবাদ, ২৭ জুলাই (হি. স.) : হরিয়াণার ফরিদাবাদে শুক্রবার রাতে গাঁজা সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল থানা সেক্টর ৮ এর পুলিশ। তার কাছে থেকে প্রায় ৩২ কিলো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ফরিদাবাদের বাটা চৌক এলাকায় নাকা তল্লাশি করছিল পুলিশ। সেইসময় তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন দুই যুবকের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩২ কিলো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। কোথা থেকে গাঁজা কিনে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা জানতে ধৃতেদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ এই চক্রের সঙ্গে আর কেও জড়িত আছে কিনা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মইন কুরেশি মামলা : পাঁচ দিনের ইডি হেফাজতে ব্যবসায়ী সতীশ বাবু সানা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই (হি.স.): বিতর্কিত মাংস বিক্রেতা মইন কুরেশি মামলায় শনিবারই গ্রেফতার করা হয়েছিল হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী সতীশ বাবু সানাকেঊ সতীশ বাবু সানাকে গ্রেফতার করার পর এদিনই বিশেষ সিবিআই আদালতে তোলা হয়ঊ সতীশ বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বিশেষ সিবিআই আদালতের কাছে ১৪ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ কিন্তু, ইডি-র আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালতঊ ১৪ দিনের পরিবর্তে পাঁচ দিনের জন্য ইডি-র হেফাজতে পাঠানো হয়েছে সতীশ বাবু সানাকেঊ

মইন কুরেশি মামলায় শনিবারই সতীশ বাবু সানাকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ এরপরই এদিনই সতীশকে বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজির করা হয়ঊ ইডি-র পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের সময় চাওয়া হয়েছিলঊ কিন্তু, বিশেষ সিবিআই আদালতের নির্দেশের পর মাত্র পাঁচদিনই সতীশকে জেরা করতে পারবেন ইডি-র তদন্তকারী অফিসাররাঊ

প্রয়াত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী শঙ্কররাও রাখ, শোকস্তব্ধ কংগ্রেস নেতৃত্ব

জালনা (মহারাষ্ট্র), ২৭ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ড় শঙ্কররাও রাখঊ শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মহারাষ্ট্রের জালনার একটি প্রাইভেট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনিঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছরঊ শনিবারই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছেঊ পরিবার সূত্রের খবর, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিতাধীন ছিলেন ড় শঙ্কররাও রাখঊ শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে তাঁরঊ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন ড় শঙ্কররাও রাখঊ এছাড়াও একাধিক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনিঊ জালনা-র দীপক হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন ড় শঙ্কররাও রাখ-এর ছেলে ড় সঞ্জয় রাখঊ ১৯৭৫-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন ড় শঙ্কররাও রাখঊ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ড় শঙ্কররাও রাখ-এর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির ভক্ত জানালেন যুবরাজের বাবা

অল রাউন্ডার যুবরাজ সিংহের বাবা যোগরাজ সিংহের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিষয় কি মতামত তা কম বেশি গোটা বিশ্ব জানে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে তিনি ধোনি কে কটাক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি আরোপ ও লাগিয়েছেন ধোনির বিরুদ্ধে। যদিও মাঠে যুবরাজ ও ধোনির বহু স্মরণীয় মুহূর্ত আছে যা সারাজীবন ক্রিকেট প্রেমিদের মনে থেকে যাওয়ার মতো তবে মাঠের বাইরে কিন্তু যুবরাজের বাবা বারংবার তোপ দেগেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে।তিনি তার ছেলের ক্রিকেট জীবন এবং তার সাথে সাথে আরো কিছু খেলোয়াড়ের ক্রিকেট জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পিছনে ধোনির হাত আছে বলে অনেকবার মন্তব্য করেছেন।

এর জন্যে বহুক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তার ছেলে যুবরাজ কে।যদিও যুবরাজ মাঠ ও মাঠের বাইরে যথেষ্ঠ ভালো সম্পর্ক রেখেছেন তার সতীর্থ ধোনির সাথে। কিন্তু এবার সবাই কে অবাক করে দিয়ে ধোনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিংহ। উনি ধোনির খেলার দক্ষতা এবং তার অধিনায়কত্বের প্রশংসা করেন।যেভাবে উনি সারা জীবন ধোনির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছেন, তারপর হঠাত এমন আচরণ সারা ফেলে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। যদিও ধরা হচ্ছে যে এমন আচরণ তাদের মাঝের তিক্ততা কমাবে

আউট হয়েও সবার হৃদয় ছুঁলেন মেণ্ডিস

ইদানিং কালে ক্রিকেটে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নাকি কমে গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা এমনই অভিযোগ করেন। কিন্তু শুক্রবারের শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচে কুশল মেণ্ডিস প্রমাণ করলেন বাইশ গজে খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা একটুও কমেনি।রুবেল হোসেনের বলে আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই মাঠ ছাড়েন শ্রীলঙ্কার এই অলরাউণ্ডার। শুক্রবার টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। শুরুতেই পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্র। কুশল পেরেরা আর কুশল মেণ্ডিসের ব্যাটে ভর করেই আবার ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে শ্রীলঙ্কা। ফর্মে থাকা কুশল মেণ্ডিস বড় শট খেলতে গিয়ে ২৮ রানের মাথায় বল আকাশে তুলে দেন কিন্তু সেই ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারেননি মাহমাদুল্লাহ। তারপর থেকেই ব্যাট হাতে ফের ঘুরে দাঁড়ান মেণ্ডিস।কিন্তু, ৩৩তম ওভারে রুবেল হোসেনের বল তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে মুশফিকুর রহিমের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রুবেল এবং মুশফিকুরের দুর্বল আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার।আউট কি না সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দিহান দেখায় আম্পায়ারও। কিন্তু, ঠিক সেই সময়ই ক্রিজ ছেড়ে সোজা প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটা দেন কুশল মেণ্ডিস। কিছুক্ষণ বাদেই টিভি রিপ্লেতে দেখা যায় রুবেলের বল মেণ্ডিসের ব্যাট ছুঁয়ে মুশফিকুরের হাতে জমা পড়ে। নিন্দুকেরা অনেকেই বলে থাকেন ক্রিকেটে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট ধীরে ধীরে কমে আসছে। কুশল মেণ্ডিস প্রমাণ করলেন ক্রিকেটে তার মতো ক্রিকেটার এখনও রয়েছেন।

জন্মদিনে বাগান সমর্থকদের জন্য আবেগঘন বার্তা সনির

কলকাতা:নয় নয় করে পাঁচ-পাঁচটি মরশুম কাটিয়ে ফেলেছিলেন সবুজ-মেরুন জার্সিতে। বাগান জনতার প্রাণভোমরা আদরের সনি নর্দে একপ্রকার মোহনবাগানের ঘরের ছেলেই বনে গিয়েছিলেন গত কয়েক মরশুমে। বিদায়টা সুখের না হলেও ২০১৪-১৫ বাগানের বহু প্রতীক্ষিত আই লিগ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি।কিন্তু আসন্ন মরশুমে জার্সি বদলাচ্ছেন হাইতিয়ান ম্যাজিশিয়ন। ঠিকানা বদলে সনির নতুন গন্তব্য আজারবাইজান। আজারবাইজানের প্রসিদ্ধ ক্লাব জিরা এফসি''র জার্সি গায়ে মাঠ মাতাবেন তিনি। কিন্তু শনিবার সনির জন্মদিনে ক্লাবের প্রাক্তনী বহু যুদ্ধের সৈনিককে নিয়ে আবেগঘন সমর্থকেরা। সকাল থেকেই প্রাক্তন ক্লাবের সমর্থকদের শুভেচ্ছাবার্তায় উপচে পড়ছিল সনির ইনবক্স।ক্লাব বদলালেও আজও তিনি বাগানের ঘরের ছেলে, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সমর্থকেরা। সনিও তো কম আবেগী নন তাঁর প্রাক্তন ক্লাবকে নিয়ে। তাই সুদূর আজারবাইজান পাড়ি দিলেও তাঁর হৃদয়ে খুব সহজে ফিকে হবে না কলকাতার সমর্থকদের পাগলামি। তাই জন্মদিনে বাগান সমর্থকদের শুভেচ্ছার পালটা দিলেন হাইতিয়ান ম্যাজিশিয়নও। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয় ক্লাবের সমর্থকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আবেগঘন বার্তা দিলেন সোনালী চুলের তারকা স্ট্রাইকার। ফেসবুক পোস্টে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লিখলেন, ''জন্মদিনের শুভেচ্ছার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। প্রত্যেককে আলাদাভাবে রিপ্লাই করা সম্ভব হচ্ছে না। মোহনবাগানের স্থান আমার হৃদয়েই। মোহনবাগান সমর্থকদের ধন্যবাদ।''

এদিকে তৃতীয় বিদেশী হিসেবে জোসেফ বেতিয়াকে শনিবার সই করিয়ে ডুরান্ডের বিদেশি কোটা পূরণ করে ফেলল মোহনবাগান। ফ্র্যান মোরান্তে, সালভা চামোরোর পর এদিন তৃতীয় বিদেশি হিসেবে আইএফএ অফিসে স্বাক্ষর করলেন বেতিয়া। আগামী ২ অগাস্ট সুব্রত ভট্টাচার্যের প্রশিক্ষণাধীন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ডুরান্ড অভিযান শুরু করছে কিবু ভিকুনার মোহনবাগান।

৫৫ বছর পর পাকিস্তান খেলতে যাবে ভারত

৫৫ বছর পর প্রথমবার পাকিস্তানের মাটিতে ডেভিস কাপ টাই খেলবে ভারত। সেপ্টেম্বরে ইসলামাবাদে পাকিস্তান স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এশিয়া ও ওসিয়েনিয়া গ্রুপ ওয়ানে ভারত-পাক টাইয়ের কথা শনিবার নিশ্চিত করে অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। এআইটিএ সচিব হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় জানান, ডেভিস কাপ টাই খেলতে আমরা পাকিস্তানে যাব। এটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, এটা আসলে টেনিসের বিশ্বকাপ। সুতরাং এর সঙ্গে আমরা সমঝোতা করতে পারব না। ভারতীয় টেনিস দলের এই পাকিস্তান সফর দু'দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক দিগন্ত খুলে দিতে পারে। কারণ ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হিসেবে এই ডেভিস কাপ টাই-কে প্রাথমিক ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমিউনিটির চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তানি শুটারদের ভারতে আঞ্জুসার ভিসা দেয়নি মোদি সরকার। তবে গত মাসে ভারত সরকারের তরফে জানানো হয় পাকিস্তানি অ্যাথলিটদের ভারতে কোনও ইভেন্টে যোগদানের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে না। ডেভিস কাপের অনুমতি মিললেও অদূর ভবিষ্যতে কি বাইশ গজে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দেখা যাবে। গত ১২ বছরে পাকিস্তান সফরে যায়নি টিম ইন্ডিয়া। শেষবার ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের মাটিতে খেলেছে ২০০৭ সালে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতলো ওয়ার্ল্ড গ্রুপে খেলার ছাড়পত্র পাবে ভারত। পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় ডেভিস কাপে দল খেলার আগে ভেন্যু ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে আন্তর্জাতিক টেনি ফেডারেশন (আইটিএফ)। এ ব্যাপারে এআইটিএ সচিব বলেন, চলতি মাসের ২২ তারিখ ইসলামাবাদে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল আইটিএফ। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই পাকিস্তান টেনিস ফেডারেশনকে সব কিছু ডিটেলস পাঠানো হবে বলেও জানান এআইটিএ সচিব। পিটিএফ-এর তরফে আমন্ত্রণ পত্র আসার পরই খেলোয়াড়দের ভিসার জন্য আবেদন করবে এআইটিএ। ভিসা সংক্রান্ত বিষয়টি মিটতে সময় লাগবে প্রায় চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ। ভারত-পাকিস্তান শেষবার ডেভিস কাপ টাই খেলেছিল ২০০৬ সালে। মুম্বাইের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে ৩-২ হারায় ভারত। ডেভিস কাপ টাই-এ এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের কাছে হারেনি ভারত। ছ'বারের সাক্ষাতে প্রতিবারই জিতেছেন ভারত টেনিস দল। ডেভিস কাপ ক্যাপ্টেন মহেশ ভূপতি ও কোচ জিশান আলি সম্ভবত প্রজনেস গুণেশ্বর (র‍্যাঙ্কিং ৮৮), রামকুমার রামানাথন (র‍্যাঙ্কিং ১৮৫) এবং সুমিত নাগাল ২০৭)। আর ডাবলসে খেলতে পারে দেশের সেরা ডাবলস জুটি রোহন বোপান্না ও দ্বিবিজ শরণ।

আমিরের অবসর নিয়ে তীব্র কটাক্ষ শোয়েবের

টেস্ট ক্রিকেট আর খেলবেন না পাকিস্তানের পেসার মহম্মদ আমির। শুধুমাত্র সীমিত ওভারের ক্রিকেটেই এ বার থেকে তিনি মনোনিবেশ করবেন। শুক্রবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে চিঠি দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন বাঁ হাতি পেসার। শুধুমাত্র ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি ক্রিকেটইখেলতে চান তিনি। ২০২০ সালে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে চান আমির। পাক পেসারের এ হেন সিদ্ধান্তে বিস্মিত ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাকিস্তানের তারকা পেসার শোয়েব আখতার ক্ষুব্ধ আমিরের সিদ্ধান্তে। ''রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস'' তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ""২৭ বছর বয়সে একজন বোলার কীভাবে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারে?"" আমিরের সিদ্ধান্তের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছেন না শোয়েব।যে বয়সে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আমির, সেই বয়সেই তো একজন বোলার নিজেকে তুলে ধরেন। ফর্মের শিখরে পৌঁছন। শোয়েব আখতার এই বয়সেই ফর্মের চূড়োয় পৌঁছেছিলেন। শোয়েব বলছেন, ""পাকিস্তানের ক্রিকেটে কী হচ্ছে? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ২৭ বছর বয়সে আমির কীভাবে টেস্ট ছেড়ে দিতে পারল! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমিরকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেয় পাকিস্তান। এখন তো পাকিস্তানকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছিল আমিরের। ধীরে ধীরে ফর্মেও ফিরছিল। এরকম সময়েই আমির সরে যাচ্ছে।""পাকিস্তানের বোলিং বিভাগের এ বার কী হবে, তা নিয়ে চিন্তিত শোয়েব। একসময়ে তাঁর বল খেলতে ভয় পেতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। শোয়েব বলেন, ""ওয়াহাব রিয়াজ, জুনাইদ খান, হাসান আলিও হয়তো টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলবে। পাকিস্তানের প্রতিটি প্লেয়ারই টি টোয়েন্টি খেলতে চায়। সবাই টি টোয়েন্টি বোলার হতে চায়।"" টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের প্রতি পাক বোলারদের এই "ভালবাসা" দেখে চটেছেন শোয়েব। তিনি বলছেন, ""পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে থাকলে আমি টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতেই দিতাম না।

আর্চারকে রেখেই অ্যাশেজের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড

প্রথম অ্যাশেজ টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দলে ঢুকলেন জোফ্রা আর্চার। জো রুটের অধিনায়কত্বে মোট ১৪ জনের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। দলের সহ-অধিনায়ক বাছা হয়েছে বেন স্টোকসকে।এজবাস্টনে ১ অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ৭১তম অ্যাশেজ সিরিজ। সে উপলক্ষ্যে শুক্রবারই ১৭ জনের দল ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। পিছিয়ে নেই ইংল্যান্ডও। এজবাস্টনে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রথম অ্যাশেজ টেস্টের জন্য ১৪ জনের দল ঘোষণা করল তারা।এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে সাদা পোশাকে মাঠে না নামা জোফ্রা আর্চার এজবাস্টন টেস্টে সুযোগ পেলেও পেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। সফল হলে ওয়ান ডে-র মতোই টেস্টেও তাঁর জায়গা পাকা হয়ে যেতে পারে।গত ১৪ জুলাই লর্ডসে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতার দশ দিন পর ওই মাঠেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার দিনের টেস্ট খেলতে নামে ইংল্যান্ড।

ক্রিকেটকে বিদায় মালিঙ্গার

২৭ জুলাই : লাসিথ মালিঙ্গার ইয়র্কার এক সময় ছিটকে দিয়েছে বহু সেরা ব্যাটসম্যানদের স্ট্যাম্প। তার অবসর নেওয়া হয়তো নিশ্চিত করলো অনেক ব্যাটসম্যানই। তবে ক্রিকেট হারালো এক অনন্য প্রতিভাকে। আইপিএলে তার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স সতীর্থ ভারতের যশপ্রীত বুমরাহ মালিঙ্গাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্রিকেটকে তার দেওয়া সুন্দর মুহূর্তগুলোর জন্য। ব্যাটসম্যানের পা লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা বলগুলো যখন ব্যাট ও পায়ের মাঝখানের ক্ষুদ্র পথ দিয়ে ঢুকে ছিটকে দেয় স্টাম্প, তখন ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে থাকে শুধুই বিহ্বলতা। মালিঙ্গা শুক্রবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে শেষ করেন তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। তারপরেই বুমরাহ ট্যুইট করেন, অসাধারণ স্পেল মালি, ধন্যবাদ সব কিছুর জন্য যা তুমি ক্রিকেটকে দিয়েছ। তোমাকে শ্রদ্ধা করি এবং সব সময় করব। মালিঙ্গার একনিষ্ঠ শিষ্য বলা হয় বুমরাহ। ২০০৪-এ শ্রীলঙ্কার পেসারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু। শুরুর দিন থেকেই তার বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বার বার। সাইডআর্ম অ্যাকশন নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে এর পর আরেক বোলারের আবির্ভাব ঘটে। ভারতের যশপ্রীত বুমরাহ। তার বোলিং অ্যাকশন নিয়েও প্রশ্ন উঠে। বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ প্রকাশ করেন এই অ্যাকশন নিয়ে তার ক্রিকেট কেরিয়ার কতটা উজ্জ্বল হতে পারে। পৃথিবীর নিয়ম মেনে একজনের ফেলে রাখা জায়গা পূরণ করে দেন আরেকজন। তবে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের সোনার সময়ের শেষ যোদ্ধাও আজ বিদায় নিলেন। বিশ্বকাপে পর্যুদস্ত হওয়া শ্রীলঙ্কা হল ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

স্পনসর বদলালেই ডাবল সেঞ্চুরি করেন রোহিত!

ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির ওপর শীঘ্রই দেখা যাবে এক নতুন স্পনসারের লোগো। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে শেষ হতে চলেছে চিনা মোবাইল সংস্থা ওপোর চুক্তি। তার জায়গায় আসতে চলেছে ব্যাঙ্গালুরুর এডুকেশনাল টেকনিক এবং অনলাইন টিউটোরিয়াল ফার্ম বা বাইজুস। আর এই স্পনসর বদলে ভাগ্য খুলে যেতে পারে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মার। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও রেকর্ড অন্তত বলছে এমনই। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ডেবিউ করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত রোহিত শর্মা তিন স্পনসরের লোগো লাগানো জার্সি পরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। আর রোহিতই বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার যার নামের আগে ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে। আর এখানেই রয়েছে টুইস্ট। রোহিত শর্মা এই তিনটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন আলাদা আলাদা স্পনসরের লোগো লাগানো জার্সি পরে। এটাই কারণ ভারতীয় দলের জার্সিতে নতুন স্পনসরের লোগো আসার সঙ্গে রোহিত শর্মার ভাগ্য খোলা নিয়ে আলোচনার। অনেকেই মনে করছেন, রোহিত শর্মা সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে যে ফর্ম দেখিয়েছেন তা দেখে এটা আশা করাই যায় যে চতুর্থ ডবর সেঞ্চুরিটি আসা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ঘরোয়া সিরিজের মধ্যে দিয়েই উদ্বোধন হবে ভারতীয় দলের নতুন স্পনসরের লোগো ব্যবহৃত জার্সির। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতীয় দলের হয়ে রোহিত শর্মার তিনটি ডাবল সেঞ্চুরির ইতিহাস। রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিটি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে। সেই সময় ভারতীয় দলের জার্সিতে ব্যবহৃত হত সহারার লোগো। মোহালির বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে বসে থাকা দর্শকরা সে দিন দেখেছিলেন রোহিত শর্মার প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিটি। মাত্র ১৫৮টি বল খেলে তিনি করেন দুর্দান্ত ২০৯ রান। রোহিত শর্মার এই ইনিংসটি সাজানো ছিল ১২টি বাউণ্ডারি এবং ১৬টি ওভার বাউণ্ডারি দিয়ে। এর পরের বছরই আসে তার দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরিটি। সর্বশেষ ডাবল সেঞ্চুরিটি এসেছে ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই। মাত্র ১৫৩ বলে ২০৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি।

তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো আয়ারল্যাণ্ডের ইনিংস

লর্ডস টেস্টে প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ড। আইরিশদের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেল জো রুটরা। বিশ্বকাপ জয়ের মঞ্চে আরো একবার পেসার আগুন ঝরিয়ে ওকস তুলে নিলেন ছয় উইকেট। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের হয়ে ৪টি উইকেট নেন স্টুয়ার্ট ব্রড। টেস্টে দুরুন্ত ছন্দে দেখা গেল ইংল্ল্যাণ্ডের দুই পেসারকে। তাদের বোলিং এর সামনে সেভাবে দাঁড়াতেই পারলো না আইরিশরা। ইংল্যাণ্ডের পেসারদের দাপটে ৩৮ রানেই শেষ হয়ে গেল আয়ারল্যাণ্ডের ইনিংস। ৩৮ রানেই আইরিশ ইনিংস গুটিয়ে দিয়ে ১৪৩ রানে জয় পকেটে পুরলেন জো রুটরা।

ত্রিপুরা সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত
Single shifted বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তন

রাজ্যের সকল সরকারী ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত Single shifted বিদ্যালয়গুলি ১লা আগস্ট, ২০১৯ থেকে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুসারে চলবে ঃ

শ্রেণি	পরিবর্তিত নির্ধারিত সময়সূচী
১ম ও ২য় শ্রেণি	সকাল ৮.০০ টা— সকাল ১১.৪০ মিনিট
৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি	সকাল ৮.০০ টা — দুপুর ১.০০ টা
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি	সকাল ৮.০০ টা — দুপুর ১.৪০ মিনিট
৯ম থেকে ১২শ শ্রেণি	সকাল ৮.০০ টা — দুপুর ১.৪০ মিনিট

এই নির্ধারিত সময়সূচী কার্যকরী করতে সকল শিক্ষক অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান করা হচ্ছে।
বিঃ দ্রঃ- বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশিক্ষা আধিকারিক / বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে অথবা **website (www.schooleducation.tripura.gov.in**-এ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ICA/D/595/19-20

হেপাটাইটিস মুক্ত থাকতে হেপাটাইটিস জানুন

ন্যাশনেল ভাইরাল
হেপাটাইটিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম

বিনামূল্যে হেপাটাইটিস পরীক্ষা ও চিকিৎসা সরকারী স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে হেপাটাইটিসের জন্য এনভিএইচসিপি এ্যান্ড ভেকসিনেশান পাওয়া যাচ্ছে সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধায়।

কিভাবে হেপাটাইটিস বিস্তার লাভ করে

দূষিত জল ও খাদ্য হজমের সমস্যা।
গর্ভবতী মার থেকে নবজাতক শিশুর সংক্রমণ।
অসুরক্ষিত ইনজেকশান গ্রহণ।
অসুরক্ষিত রক্তের ব্যবহার।
অসুরক্ষিত যৌন অভ্যাস।
সংক্রামিত উপকরণ দ্বারা শরীরে উল্কি আঁকা হলে।

ভাল অভ্যাস লক্ষ্য করা

খাওয়ার আগে এবং টয়লেটের পরে সব সময় হাত ধুয়া।
ভাল রান্না করা খাবার ও সুরক্ষিত জল গ্রহণ করা।
জন্মের সময় আপনার শিশুকে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিতে হবে, সম্ভব হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে।
লাইসেন্স ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত বা রক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা।
নিডেলস, সিরিঞ্জ , রেজার, ব্লেড শেয়ার না করা।
সুরক্ষিত যৌন জীবন অভ্যাস করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন
টোল ফ্রি : ১৮০০-১১-৬৬৬৬

ভারত সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

davp 17129/13/0006/1920

দিনে দুপুরে সুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই ।। আগরতলা শহরের ব্যস্ততম এলাকা কর্ণেল চৌমুহনীতে প্রিয়া মোটর্সের বিপরীতে এক বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার দুপুর দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে। সমবায় ব্যাংকের মহিলা কর্মী সরস্বতি থাপা ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন। দিনে দুপুরে চোর ঢুকে প্রায় সর্বস্ত চুরি করে নিয়ে যায়। ঘর তালা দিয়ে ওই মহিলা ব্যাংকে চলে যান প্রতিদিনই। এদিন এই দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা ঘটেছে। অন্তত ১৫ ভরি স্বর্ণালংকার সহ অন্যান্য জিনিষ হাতিয়ে নেয় চোরেরা। ঘটনা পশ্চিম থানায় জানানো হয়। অভিযোগও দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ চোরের সন্ধানে ব্যর্থ বলে জানা গেছে। রাজধানী শহরে দিন দুপুরে এই চুরির ঘটনায় শহরবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ভোট দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ভোট দিতে গিয়ে গুরুতর আহত মা ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটে উত্তর জেলার কদমতলার বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘন হাইস্কুলে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শনিবার সকালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু হয় সকাল ৭টা থেকে। উত্তর জেলার কদমতলার বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘন হাইস্কুলে ভোট দিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর আহত হয় মা ও ছেলে। আহত ছেলে মাজার হোসেন (২৪) এবং মা রোয়াজান নেচা বেগম (৫০) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ঐ পঞ্চায়েতে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সাময়িক বন্ধ ছিল। পরে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়।

রাজধানীতে ফের হকার উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরে হকার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাবহ রয়েছে। শনিবার শহর এলাকায় হকার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে পুর নিগমের টাস্কফোর্স বাহিনীকে। একদম্পত্তি দীর্ঘ ১৫/২০ বছর ধরে রাস্তার পাশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও রুটি রোজগারের জন্য ব্যাবসা করতেন। এটি ছিল তাদের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঐ দরিদ্র দম্পতি।

কুখ্যাত মাফিয়া আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুলাই।। আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেপ্তার হল কুখ্যাত মাফিয়া টিটু আহমেদ। শনিবার সকালে কলকাতা থেকে রাজ্যে ফেরার পথে আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টে গ্রেপ্তার হয় বিশালগড়ের কুখ্যাত মাফিয়া টিটু আহমেদ। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। শুধু বিশালগড় থানায় নয়, আরও অন্যান্য থানায়ও কুখ্যাত মাফিয়া টিটু আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারের ভয়ে এতদিন সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শনিবার সকালে আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টে গ্রেপ্তার হয় বিশালগড়ের কুখ্যাত মাফিয়া টিটু আহমেদ।

দুর্ঘটনার কিনারা করতে গিয়ে উঠে এল খুনের কাহিনী

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.): তদন্ত শুরু হয়েছিল দুর্ঘটনার উঠে এল খুনের কাহিনীউ এর জেরে শনিবার গ্রেফতার করা হল এক ক্যাব চালককেউ জেরার মুখে খুনের কথা কবুল করেছে সেউ পুলিশ সুত্রে খবর, চলতি মাসের ২১ তারিখ রিমাউন্ড রোডের স্থানীয় এক ধাবায় কার্ল মার্কস সরণির বাসিন্দা সঞ্জয় হালদারের সাথে ঝামেলা হয় ক্যাব চালক দিলীপ রামেরউ এরপরে তখনের মত

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার নতুন রাজ্যপাল রমেশ বাইশ রাজ্যে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁকে অভর্থনা জানান। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর তোষণ নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের শান্তি পরিস্থিতি বিঘ্নিত

বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যপালের, তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি, মন্তব্যের অপপ্রয়োগ, দুষলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৭ জুলাই (হি.স.) : বিদায়বেলায় এবার রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। তোপ দাগলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর তোষণ নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের শান্তি পরিস্থিতি বিঘ্নিত।"

শনিবার এক সাক্ষাৎকারে কেশরীনাথ ত্রিপাঠি বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ নীতির জন্য বাংলায় শান্তি বিঘ্নিত। বাংলার সমস্ত নাগরিককেই সমান চোখে দেখা উচিত।" শুধু এখানেই থেমে থাকেননি কেশরীনাথ। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রীতি নষ্টের জন্যও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করারও উপদেশ দিয়েছেন তিনি। তিনি আরও যোগ করেন, "বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতির প্রয়োজন।" শেষলগ্নেও সেই সংঘাতের আবহ বজায় রইল।তিনি বলেছেন, "আপাত ভাবে বৈষম্য রয়েছে। তাঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) মন্তব্যেই সেই বৈষম্য চোখে পড়ে।" রাজ্যে লোকসভা ভোটের আগে থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুলছে তৃণমূল শিবির। আগামীকাল রবিবার তাঁর উত্তপ্রদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা।

তবে বিদায়লগ্নে তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কে সংবাদ মাধ্যমকে একহাত নিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। এদিন তিনি কলকাতা বড়বাজারে এক অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য দেওয়ার এক পর্যায়ে বলেন 'আমি আজ সংবাদ মাধ্যমে তিক্ত সত্যি কথা বলেছি যার জন্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে।' পরে অবশ্য তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানান, 'আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অপব্যবহার করা হচ্ছে আমার মন্তব্যের।'

রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের যে সুমধুর সম্পর্ক ছিল এমন নয়। বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যপাল প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু, যাওয়ার সময় তিনি রাজ্যপালের পদ থেকেই এই কথা বলেছেন নাকি পদ ছেড়ে দিয়ে এই মন্তব্য করেছেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, কেশরীনাথবাবুর যা "পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড" তাতে তাঁর পক্ষে কখনওই তৃণমূল সরকারের প্রশংসা করা সম্ভব নয়। তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা কার্যত প্রত্যাশিত বলেই দাবি তাঁদের। অভিজ্ঞমহলের প্রতিক্রিয়া, বিদায়ী রাজ্যপালের এই মন্তব্য কিছুটা ইচ্ছাকৃতই। তিনি জানতেন, শেষবেলায় তাঁর এই মন্তব্য বাংলার রাজনীতিতে একটা ঝাঁকুনি তৈরি করবে।

বেশ কিছুকাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি মমতার তোষণ নীতির বিরুদ্ধে মুখর হয়েছে। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি-র তুরূপের অন্যতম তাস ছিল এই তোষণ। ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তাতে খেদের সঙ্গে বলেন, অনেক কিছু ইচ্ছে থাকলেও করতে পারিনি। ওই বৈঠকে রাজ্যের সরাসরি সমালোচনা না করলেও পরোক্ষে ক্ষোভের কথা বলেছিলেন।

২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে বসেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রথম থেকেই মমতার সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। বিভিন্ন ইস্যুতেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। দীর্ঘদিনের রাজনীতি-জীবন তাঁর। সংঘ পরিবার থেকে উঠে আসা এই নেতার বিজেপি-যোগও বহুদিনের। গত পাঁচ বছরে একাধিক বার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। সম্প্রতি, লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পর, সন্দেশখালি হত্যাকাণ্ড-সহ একাধিক ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন কেশরীনাথ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বিস্ফোরক অভিযোগ সম্পর্কে পালটা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শনিবার এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন, '' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণের রাজনীতির জন্যই বাংলার অবস্থা খারাপ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।" কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর মুখে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ নজিরবিহীন। জবাবে তৃণমূল মহাসচিব রাজ্যপলের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন। তিনি বলেন, ''রাজ্যপালের মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। কিন্তু, মনে হচ্ছে ওঁর এই ধরণের মন্তব্য বিজেপির কাছে পয়েন্ট বাড়ানোর প্রয়াস।" তিনি আরও বলেন, ''এতদিন ধরে উনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। এতদিন তাহলে মুখ বুজে ছিলেন কেন? তাঁর এই মন্তব্য রাজ্যপালের পদের গরিমাকে নষ্ট করল বলেও মন্তব্য করেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।" কেন্দ্রের গেরুয়া দলকে সমর্থন করতেই যে বর্ষীয়ান রাজ্যপালের এহেন মন্তব্য তা জানাতে ভুললেন না।

এটা প্রথমবার নয়, মমতা সরকারের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার মুখ খুলেছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। পঞ্চায়েত ভোট থেকে সদ্য ভাটপাড়ার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছিল শাসকদলকে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে 'বিজেপির এজেন্ট' বলেও নানা সময়ে কটাক্ষও ধেয়ে এসেছে শাসক শিবির থেকে। তবে, তা ছিল অনেকটাই ইঙ্গিতবাহী। তবে এদিনের তাঁর মন্তব্য তৃণমূল সরকারের কাছে বিড়ম্বনার বলেই মনে করা হচ্ছে। পাল্টা, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলছে বিজেপিও। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর বিদায় লগ্নে এহেন মন্তব্যকে সমর্থন করেছে রাজ্য বিজেপি। এদিন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, রাজ্যপালের এমন মন্তব্যে পরিস্কার যে এরাজ্য কোন গণতন্ত্র নেই। শাসন ব্যবস্থাকে শোষণে পরিণত করেছে শাসকদল তৃণমূল। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী যে মন্তব্য করেছেন যথার্থ। বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুস্থান সমাচার'কে বলেন, "রাজ্যপাল একেবারে সঠিক কথা বলেছেন। এটা কেবল ওঁর মুখের কথা নয়, বাংলার সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন সবার মুখের কথা। রাজ্যপাল প্রাজ্ঞ আইনজীবী। তিনি ভেবেচিন্তেই বলেছেন এ কথা।" এ ব্যাপারে রাজুবাবুর ব্যাখ্যা, "কূর্সিতে থাকলে একটা দায়বদ্ধতা থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য অনেক কিছু সে সময় বলা যায় না।"

আবার বিদায়বেলায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির মন্তব্যকে স্বাগত জানালেন রাজ্যের কিছু শীর্ষ নেতা। প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার বিরোধী নেতা আব্দুল মান্নান অবশ্য 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে বলেন, ''তোষণ নয় সব দল মুসলমানদের শোষণ করেছে। আর রাজ্যপাল সজ্জন মানুষ। বিদায়বেলায় এ রকম কথা বলতে পারেন না। তাঁর পাঁচ বছরের ভাবমূর্তি অনেকটাই এতে নষ্ট হয়ে গেল।"কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সোমেন মিত্র বলেন, রাজ্য শাসনের ভার যেমন মুখ্যমন্ত্রীর উপর থাকে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর শাসনব্যবস্থাকে দেখভাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

যুবতীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম, পাথারকান্দিতে গ্রেফতার বিবাহিত যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ জুলাই (হি.স.) : জনৈক অবিবাহিত যুবতীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন এক যুবক। তিনি করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার থানাধীন সিঙ্গারিয়া গ্রামের জনৈক রকিব আলির বছর তিরিশের ছেলে মাতাব উদ্দিন। নিজের স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও এক যুবতীর সাথে গোপনে প্রেমপর্ব চালিয়েছিলেন মাতাব। এক সময় বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে দ্বিতীয় বিয়ে আর হল না, ঠাই হল কারাগারে। প্রেমিকার পরিবারের পক্ষে দায়েরকৃত এক এজাহারের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে পাথারকান্দির পুলিশ।

জানা গেছে, নিলামবাজার থানা এলাকার সিঙ্গারিয়া গ্রামের যুবক মাতাব উদ্দিনের বাড়িতে স্ত্রী ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে। কর্মসূত্রে তিনি বেঙ্গালুরু থাকতেন। এমতাবস্থায় মোবাইলযোগে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে পাথারকান্দি থানাধীন খিলেরবন্দ গ্রামের জনৈক হাসনা বেগম (ছদ্মনাম) নামের যুবতীর সাথে। তিনি যখন ছুটিতে বাড়ি আসতেন, তখন প্রেমিকার বাড়িতেও যেতেন। কিন্তু বিষয়টি ঘূণাক্ষরেও টের পাননি তার বৈধ স্ত্রী নুমানা বেগম। গত কয়োকদিন আগে মাতাব তার প্রেমিকা হাসনার বাড়িতে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে বলে তার অভিভাবকদের কাছে প্রস্তাব দেন। তারা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে দিন-কয়েক সময় চেয়ে নেন। এরই মধ্যে হাসনার ভাই জনৈক ফকরুল ইসলামের মাধ্যমে জানতে পারেন, মাতাব বিবাহিত। তার একটি আড়াই বছরের ছেলেও রয়েছে। খবরটি শুনে বিচলিত হয়ে বোনেরর বৈবাহিক জীবন রক্ষা করতে প্রতারক মাতাবকে উচিত শিক্ষা দিতে পাথারকান্দি থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পাথারকান্দি থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৮৫ ধারায় ৩৫০/১৯ নম্বরে এক মামলা রুজু করা হয়।

এদিকে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশের পরিকল্পনা মাফিক বিয়ের বিষয় পাকা করতে তাদের বাড়িতে মাতাবকে ডেকে পাঠান হাসনার ভাই। বিয়ের ব্যাপারে পাকাপাকি কথা বলার ডাক পেয়ে শুক্রবার রাতে মাতাব হাসনাদের বাড়িতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস থেকে সফল ভাবে উদ্ধার সকল যাত্রী, উদ্ধারকারীদের ধন্যবাদজ্ঞাপন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

বদলাপুর (মহারাষ্ট্র), ২৭ জুলাই (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের বদলাপুর ও ভানগানির মাঝে আটকে পড়া মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস থেকে সকল যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেন্ট্রাল রেলওয়ের সিপিআরও (চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার) সুনীল উদাসি। উদ্ধারকারী দলের জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উদ্ধার কাজ সফল হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যেই ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা রেশমা কাম্বলের আচমকাই শুরু হয় প্রসব যন্ত্রণা। ডি-১ কামরার যাত্রী রেশমাকে উদ্ধার করে কোলাপুরের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে এনডিআরএফ। সূত্রের খবর, ওই ট্রেনেই আটকে ছিলেন অন্তত আরও ৯ জন অন্তঃসত্ত্বা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, আগামীদিনে এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিআরএফের জওয়ানরা উন্নত মানের পরিকাঠামোর সাহায্যে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্ধার কাজ পরিচালন করেছেন।

মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে আটকে ছিলেন কমপক্ষে ৭০০ জন যাত্রী। জাতীয় বিপর্যয় মোকবিলা বাহিনী, আরপিএফ, সিটি পুলিশ (এনডিআরএফ) এবং নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে উদ্ধারকার্য চালানো হয়। ব্যক্তিগতভাবে নজরদারি করার জন্য মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী)-এর চারটি দল আটটি বোটের সাহায্যে আটকে পড়া যাত্রীদের সরিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে যাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে তাঁরা বদলাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কল্যাণ থেকে কোলাপুর পর্যন্ত ১৯ কোচ বিশিষ্ট একটি বিশেষ ট্রেন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন সেন্ট্রাল রেলওয়ের সিপিআরও।

লাগাতার বৃষ্টির জেরে বেহাল অবস্থা মুম্বই ও মুম্বই শহরতলির। অবিরাম বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তরও বেড়ে গিয়েছে। ভারী বর্ষণের জেরে অম্বরনাথ-বদলাপুর-ভানগানি এলাকায় উল্লাস নদীর জল এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছেউ রেললাইন ও সংলগ্ন এলাকায় এতটাই জল জমে গিয়েছে যে, শনিবার ভোররাতে বদলাপুর ও ভানগানির মাঝে আটকে পড়ে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস। ট্রেনের ভিতরেও জল ঢুকে যায়উ দীর্ঘ সময় ধরে পানীয় জলের সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন যাত্রীরাউ ঘন্টা খানেকের মধ্যেই, যে স্থানে ট্রেনটি আটকে পড়ে সেখানে পৌঁছয় এনডিআরএফ, আরপিএফ ও সিটি পুলিশের জওয়ানরা। উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের কাছে পৌঁছয় তিনটি বোটউ নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারও উদ্ধারকাজের জন্য ব্যবহার করা হয়উ উদ্ধারকাজের সামগ্রী, লাইফ জ্যাকেট, খাবার ও জল নিয়ে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দলউ সেন্ট্রাল রেলওয়ের সিপিআরও জানান, মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস থেকে সকল যাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছেউ মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে থেকে সুনীল উদাসি জানান, মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের নিয়ে যেতে কল্যাণ থেকে কোলাপুর পর্যন্ত ১৯ কোচের একটি ট্রেন রওনা দেবে।

এনডিআরএফ, নৌবাহিনী, আইএএফ, রেলওয়ে ও রাজ্য প্রশাসনিক দলগুলি মুম্বইয়ের কাছে মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসে আটকে পড়া ৭০০ যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে। আমরা পুরো অপারেশনটি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টার জন্য উদ্ধারকারী দলগুলিকে ধন্যবাদ। ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রেললাইনে জল জমে মহারাষ্ট্রের বদলাপুর ও ভানগানির মাঝে আটকে পড়া মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস থেকে সকল যাত্রীকে উদ্ধার করার পর আপ্লুত ট্বে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে আটকে ছিলেন কমপক্ষে ৭০০ জন যাত্রী। জাতীয় বিপর্যয় মোকবিলা বাহিনী, আরপিএফ, সিটি পুলিশ (এনডিআরএফ) এবং নৌবাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে উদ্ধারকার্য চালানো হয়। ব্যক্তিগতভাবে নজরদারি করার জন্য মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী)-এর চারটি দল আটটি বোটের সাহায্যে আটকে পড়া যাত্রীদের সরিয়ে আনে। বর্তমানে যাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে তাঁরা বদলাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। মহালক্ষ্মী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কল্যাণ থেকে কোলাপুর পর্যন্ত ১৯ কোচ বিশিষ্ট একটি বিশেষ ট্রেনও পাঠানো হয়েছে।

রামনগরে বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুলাই।। ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে শনিবার বিজেপির সদস্যপদ অভিযান সংগঠিত করা হয়। অভিযানে সামিল হন পশ্চিমত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। সদস্যপদ অভিযানে অংশ নিয়ে পশ্চিমত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আমাদের রাজ্যে ৫ লক্ষ সদস্য তৈরি করার লক্ষ মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে আজ পর্যন্ত ৪ লক্ষ সদস্যপদ সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সদস্যপদ অভিযান শুরু করা হয়েছে ৬ জুলাই থেকে চলবে আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত। যে লক্ষমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তা অতিরকম হয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, সদস্যপদ অধিযানে মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সামিল হচ্ছেন। সাথে চলুন দেশ গড়ুন এই স্লোগানকে সামনে রেখেই গোটা দেশব্যপী বিজেপির এই সদস্যপদ অভিযান শুরু হয়েছে। সব স্তরের নেতারাই সদস্যপদ অভিযানে সামিল হচ্ছেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ইতিপূর্বে রাজ্য থেকে যারা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারা রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিয়ে ততটা গুরুত্ব দেননি। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সংসদে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। রাজ্যে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য সংসদে আওয়াজ তুলেছেন। তিনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে সংসদে বলেছেন ত্রিপুরায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হলে শুধু ত্রিপুরার মানুষই নয় উত্তরপূর্বাঞ্চল সহ প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষ দারুণ ভাবে উপকৃত হবে। এর ফলে রাজ্যের আর্থিক আয় উন্নয়নও বাড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হলে ত্রিপুলা রাজ্য মেডিক্যাল হাবে পরিণত হবে। তিনি বলেন, প্রতিদিন রাজ্য তেকে মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ , দিল্লি সহ অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছেন। এর ফলে ত্রিপুরার বহু টাকা বহির্রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হলে রাজ্যের মানুষদেরকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবেনা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।